ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৪০
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৪

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন : পরিপ্রেক্ষিত ইসলাম

ড. অনুপমা আফরোজ*

[সারসংক্ষেপ : *ইসলাম সাম্য, স্বাধীনতা, মানবীয় মর্যাদার বিষয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেনি। পুরুষের মত নারীও পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। যার মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী অর্থনীতির সকল শাখায় প্রয়োজনানুযায়ী নারীর স্বতন্ত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত। তারপরও নারীবাদীদের প্রত্যাশা সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার। অথচ সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার যৌক্তিক নয়, সম্ভবও নয়। কারণ সম্পত্তিতে সমান অধিকারের সাথে সাথে দায়িত্ব কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রেও সমান হওয়া যুক্তিযুক্ত। অথচ ইসলামে নারীরা পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই নারীদের কর্তব্য পুরুষের সমান অধিকার আদায়ের দাবি তুলে আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ স.-এর বিধানকে অবমাননা না করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম তাদেরকে যে সকল অধিকার বা ক্ষমতা দিয়েছে তা সঠিকভাবে অনুধাবন ও বাস্তবায়ন করা। তাহলেই নারীরা ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে। ইসলাম অর্থনীতির যেসকল শাখায় নারীর অধিকার প্রদান করেছে তা যেন সকলের নিকট অনুধাবনযোগ্য, অনুসরণীয় ও বাস্তবায়িত হয় সেই প্রত্যাশায় আলোচ্য প্রবন্ধে ক্ষমতায়নের পরিচয়, প্রকারভেদ, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, ইসলামে নারীর অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা, ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রমাণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।]*

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজনের মাত্রাও বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করছে। মানব সমাজের বিভিন্নরূপী প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে অর্থনৈতিক চাহিদাও প্রয়োজনের তুলনায় পূর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই প্রয়োজন পূরণ করতে মানুষ নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিতে, ধর্মের বিধান লঙ্ঘন করতে সামান্যতম দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে না। ফলে সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে বিভিন্ন প্রকার অনাচার, ধর্ম হয়ে পড়ছে মানুষের পোশাক ও বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

সমাজের এরূপ পরিবেশের কারণে ধর্মের বিধান লঙ্ঘনের প্রবণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড থেকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। ধর্মীয় বিধান অমান্য করার এমনই এক বিষয় হচ্ছে উত্তরাধিকার আইনে নারী-পুরুষের সম অধিকার, যা কুরআন ও হাদীসের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলামে নারী পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। যার মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম নারীকে অর্থ উপার্জন, অর্থ নিজ মালিকানাধীন রাখা, নিজস্ব ও বিভিন্ন প্রয়োজনে অর্থ ব্যয়, মোহর লাভ এবং পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পদে অধিকারী হওয়ার অধিকার প্রদান করে ক্ষমতায়িত করেছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্ষমতায়নের পরিচয়

ক্ষমতায়ন শব্দটির মূল শব্দ হলো 'ক্ষমতা'। যার অর্থ শক্তি, সামর্থ্য, পটুতা, দক্ষতা, যোগ্যতা, প্রভাব ইত্যাদি। আর যে ক্ষমতার অধিকারী হয় তাকে বলা হয় ক্ষমতাবান, ক্ষমতাশালী, শক্তিশালী, পটু, নিপুণ, প্রভাবশালী।[১] ইংরেজী Empower শব্দের অর্থ কাউকে ক্ষমতা অর্পণ করা, ক্ষমতা প্রদান করা ইত্যাদি।[২] আর ইংরেজী Empowerment শব্দের অর্থ 'ক্ষমতায়ন'। কোন বিষয়ে শক্তি, সামর্থ্য, পটুতা, দক্ষতা অর্জন ও প্রভাব বিস্তার করাকেই ক্ষমতায়ন বলা হয়।

ক্ষমতায়নের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষমতায়নের প্রকারভেদ করা যায়। যা নিম্নরূপ:

ক. বিষয়ভিত্তিকভাবে ক্ষমতায়ন ৬ প্রকার। যেমন:

১. ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন,
২. পারিবারিক ক্ষমতায়ন,
৩. সামাজিক ক্ষমতায়ন,
৪. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন,
৫. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও
৬. আন্তর্জাতিক ক্ষমতায়ন।

খ. সংখ্যাগত দিক থেকে ক্ষমতায়ন দুই প্রকার। যথা:

১. একক ক্ষমতায়ন ও
২. যৌথ ক্ষমতায়ন।

---

১. প্রধান সম্পাদক : ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (স্বরবর্ণ অংশ), সম্পাদক : শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী (ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ ও পরিমার্জিত সংস্করণ), *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩০১

২. Editor : Zillur Rahman Siddiqui, *Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, Dhaka : Bangla Academy, July 2005, p. 244

গ. শক্তির তারতম্যের দিক থেকে ক্ষমতায়ন দুই প্রকার। যথা:

১. অসীম ক্ষমতায়ন (যা একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য সংরক্ষিত) ও
২. সসীম ক্ষমতায়ন।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে অর্থের মালিকানা লাভ বা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া বুঝায়। অর্থাৎ ব্যক্তি অর্থ উপার্জন, মালিকানাধীনে রাখা এবং ব্যয় করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হলো এমন অবস্থা যেখানে ব্যক্তির উপার্জিত, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পদের একচ্ছত্র মালিকানা, ভোগ-দখল ও ব্যয় করার অধিকার। অন্যভাবে বলা যায়, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হলো নিজস্ব অধিকারপ্রাপ্ত সম্পদের উপর মৌলিক চূড়ান্ত ও অপরিসীম ক্ষমতা।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে Empowerment বা 'ক্ষমতায়ন' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ১৮৬০ এর সমসাময়িক সময়ে। অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন বোঝাতে যে শব্দের প্রাথমিক ব্যবহার শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে বেসরকারী উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। বেসরকারী উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে নারীর সামগ্রিক ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার অর্জন ও নিরাপত্তা লাভের লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীর সর্বক্ষেত্রে স্বীকৃতভাবে মতামত ব্যক্ত করার, পরিকল্পনা করার ও তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা প্রদানকে বুঝায়। এ লক্ষ্যেই ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ বা CEDAW (সিডও)।[৩] সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ইত্যাদি সকল বিষয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সেই সাথে জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়ন করে বৈষম্যমূলক আচরণ অবসানের জন্য সনদে আহ্বান জানানো হয়েছে।[৪] সনদে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে,

> নারীর প্রতি বৈষম্য অধিকারের সমতা ও মানব মর্যাদার প্রতি সম্মানের নীতির লঙ্ঘন ঘটায়; নিজ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পুরুষের মত সমান শর্তে নারীর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; সমাজ ও পরিবারের সমৃদ্ধির বিকাশ ব্যাহত করে এবং নিজ দেশ ও মানবতার সেবায় নারীর সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ আরও কঠিন করে তোলে।[৫]

৩. জাতিসংঘ: নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, ইউনিসেফ।

৪. আল মাসুদ হাসানউজ্জামান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের নারী : বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২, পৃ. ২৬৩।

৫. প্রাগুক্ত

তাই সর্বক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত ও বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। নিম্নে প্রবন্ধের বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল সিডও সনদের নারীসংক্রান্ত অর্থনৈতিক ধারাগুলি উল্লেখ করা হলো:

অনুচ্ছেদ - ১ : এই কনভেনশনে "নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অভিব্যক্তির অর্থ হবে, যেকোন ধরনের পার্থক্য, বিয়োজন অথবা প্রতিবন্ধক, যা লিঙ্গের ভিত্তিতে করা হয় এবং যার ফলে বা কারণে বৈবাহিক মর্যাদা নিরপেক্ষভাবে এবং নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে প্রাপ্য নারীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পৌর অথবা অন্যকোন ক্ষেত্রের মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি, উপভোগ অথবা অনুশীলনকে খর্ব করে।

অনুচ্ছেদ - ৩ : পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে নারী সমাজের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা অনুশীলন ও উপভোগের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নারীদের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে যথাযথ পন্থা অবলম্বন করবে।

অনুচ্ছেদ - ৮ : অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে এবং কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকেই নারীদেরকে আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনে কাজ করার সুযোগ সুনিশ্চিত করতে সকল প্রকার যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে।

অনুচ্ছেদ - ১১ :

১. নারী-পুরুষের সমতার নীতির ভিত্তিতে তাদের অভিন্ন অধিকার সুনিশ্চিত করতে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অপনোদনের জন্য সকল প্রকার যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে, বিশেষভাবে :

- মানব সমাজের প্রতিটি সদস্যের কাজ করার অবিচ্ছেদ্য অপ্রতিরোধ্য অধিকারের অংশ হিসেবে নারীদের কাজ করার অধিকার;
- অভিন্ন নির্বাচন নীতিমালাসহ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ;
- বৃত্তি ও কর্ম পছন্দের অবাধ অধিকার, পদোন্নতি, কর্মের নিরাপত্তা এবং চাকরির সুবিধা ও শর্তেও সমতার অধিকার এবং শিক্ষানবিসকালসহ পেশাগত প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর পেশাগত প্রশিক্ষণ ও পৌণঃপুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার;
- সমমানের কাজের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধাসহ সমান মজুরী এবং সমআচরণ সেই সঙ্গে কাজের মানের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমান দৃষ্টি পোষণ করা;
- অবসর জীবন, বেকারত্ব, অসুস্থতা, অসমর্থতা ও বার্ধক্য এবং কাজ করার ব্যাপারে অন্যান্য অক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার সেই সঙ্গে সবেতন ছুটির অধিকার;

- প্রজনন ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার নিশ্চয়তাসহ কাজের শর্ত ও পরিবেশ স্বাস্থ্য সুরক্ষামুলক ও নিরাপদ হওয়ার অধিকার;

২. বিবাহ বা মাতৃত্বের কারণে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূর করা এবং তাদের কর্মের অধিকার কার্যকরভাবে সুনিশ্চিত করার জন্য অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ উপায় অবলম্বন করবেঃ

- গর্ভধারণ বা মাতৃত্বজনিত কারণে কর্মচ্যুতি, বিশেষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থার শিকার হওয়াকে এবং বৈবাহিক কারণে চাকরিচ্যুত হওয়ার মত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে প্রতিহত করা;
- সবেতন মাতৃত্ব ছুটির প্রবর্তন অথবা পূর্ববর্তী কর্ম, পদমর্যাদা জ্যেষ্ঠতা কিংবা সামাজিক ভাতা ইত্যাদির হানি না করে সমতুল্য সামাজিক সুবিধার ব্যবস্থা করা;
- পারিবারিক কর্তব্য সম্পাদন, কর্মস্থলে অর্পিত দায়িত্ব পালন, সেই সাথে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণে সহায়তা করার প্রয়োজনে সামাজিক স্তরে পরিপূরক সেবাধর্মী ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা, বিশেষ করে শিশুদের তত্ত্বাবধানের সুযোগ-সুবিধামূলক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করা;
- নারীদের জন্য ক্ষতিকর বা হানিকর হতে পারে, গর্ভধারণকালীন সময়ে তাদেরকে এমন কাজ থেকে বিশেষ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

৩. এই অনুচ্ছেদের আওতায় নারীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা সম্বলিত বিধিবিধান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের আলোকে সময়ে সময়ে পুনর্বিবেচনা করা হবে এবং প্রয়োজনবোধে সংস্কার, বাতিল বা সম্প্রসারণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ - ১৩ : অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ নারী-পুরুষের সমতার নীতির ভিত্তিতে অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অপনোদনের জন্য সকল যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে। বিশেষ করে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তাদের সমতুল্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেঃ

- পারিবারিক সুযোগ সুবিধার অধিকার;
- ব্যাংক ঋণ, বন্ধক এবং অন্যান্য ধরনের আর্থিক ঋণের অধিকার;
- বিনোদনমুলক কর্মকান্ড, খেরাধুলা এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অধিকার।

অনুচ্ছেদ -১৪ :

১. অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমুহ, গ্রামীণ নারীগণ যে সকল বিশেষ সমস্যা মোকাবেলা করে এবং অর্থের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় এমন অর্থনৈতিক কাজসহ পরিবারের অর্থনৈতিক সংগ্রামে টিকে থাকার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকার কথা বিবেচনায়

আনবে এবং গ্রামীণ অঞ্চলের নারীদের ক্ষেত্রে এই কনভেনশনে বর্ণিত ব্যবস্থাদি বাস্ত বায়নের সকল যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে।

২. নারী-পুরুষের সমতার নীতির ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমুহ গ্রামীণ অঞ্চলের নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অপনোদনের জন্য গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মে তাদের অংশগ্রহণ এবং তা থেকে সুফল ভোগের নিশ্চয়তা বিধানের সকল উপায় অবলম্বন করবে, বিশেষ করে নারীদের নিম্নবর্ণিত অধিকারসমুহের নিশ্চয়তা বিধান করবেঃ

- কর্মসংস্থান অথবা আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থার মাধ্যমে সমভাবে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে স্বাবলম্বী ও সমবায়ী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা;
- কৃষিকার্য, অর্থসংস্থান ও ঋণ, বাজারজাতকরণ সুবিধা, যথাযথ প্রযুক্তি এবং ভুমি ও কৃষিজমি পুনর্বিন্যাস সেই সঙ্গে ভুমি সংস্কার কার্যক্রমে সমান সুবিধা লাভ;

অনুচ্ছেদ - ১৬ :

১. বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অপনোদনের জন্য অংগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমুহ সকল যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে। বিনামূল্যে অথবা উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে সম্পত্তির মালিকানা, বিষয় সম্পত্তি অর্জন, পরিচালনা, তত্ত্বাবধান, ভোগদখল এবং বিলিবণ্টনের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমঅধিকার।[৬]

বিশ্বের অন্য যে কোন আন্তর্জাতিক দলিলের তুলনায় সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার প্রভাব গভীর এবং স্থায়ী। ১৯৪৮ সালে গৃহীত হওয়ার পর থেকে এ ঘোষণাটি সর্বাধিক পরিচিত ও প্রচারিত দলীল। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সমস্ত বিশ্বব্যাপী এর ব্যাপক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।[৭] বিভিন্ন দেশের সংবিধান ও দেশীয় আইনেও সর্বজনীন মানবাধিকারের প্রভাব সুগভীরভাবে বিস্তৃত। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত এবং অনুন্নত দেশের সংবিধানে নারীর পক্ষে ঘোষিত মানবাধিকারসমুহ মর্যাদা সহকারে স্থান পেয়েছে।

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

জাহেলী যুগে নারীদের কোন অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না। পিতার সম্পদে উত্তরাধিকার, নিজের উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করা, অন্যের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ ও ব্যবহার ইত্যাদির কোন কিছুতেই নারীর অধিকার স্বীকৃত ছিল

---

৬. গাজী শামছুর রহমান, *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত কনভেনশন (ভাষ্য সহ)*, ঢাকা : বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, জুন ১৯৯৪, পৃ. ১২-১২৮; এই সনদের উল্লেখিত সকল ধারা উক্ত গ্রন্থ থেকে চয়নকৃত।

৭. গাজী শামছুর রহমান, *মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার*, ঢাকা : বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, পৃ. ৩৩

না। নারী নিজের ইচ্ছামত কোন কিছু উপার্জন করতে বা ইচ্ছামত কোন কিছু ব্যয় করতে পারত না। সর্বপ্রথম ইসলামই নারীদেরকে পিতার সম্পদে উত্তরাধিকার ও উপার্জিত সম্পদ ভোগ দখল ও ব্যয়ের অধিকার দান করে তাকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও ক্ষমতাশালী করেছে। জাহিলী যুগে নারীদের দুর্দশার কথা উল্লেখ করে উমর রা. বলেন,

وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ

আল্লাহর শপথ! জাহিলী যুগে নারীদেরকে আমরা কোন মর্যাদাই দিতাম না। তারপর আল্লাহ কুর'আন নাযিল করলেন। তাদের ব্যাপারে যা নির্দেশ দেয়ার তা দিলেন এবং তাদের জন্য যে অংশ নির্ধারণ করার ছিল তা করলেন।[৮]

অর্থ উপার্জনের অধিকার

অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে স্বতন্ত্র অধিকার প্রদান করেছে। পুরুষ যেমন স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন ও ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে, তেমনি একজন নারীও স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন ও ব্যয় করতে পারে। এক্ষেত্রে স্বামী বা পিতা-মাতার সম্মতির প্রয়োজন হয় না। স্বামীর কর্মের জন্য স্ত্রী বা স্ত্রীর কর্মের জন্য স্বামী দায়ী নয়। বরং নারী-পুরুষ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে নিজ কর্মের জন্য দায়ী থাকবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾

কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না।[৯]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমারা প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[১০]

সুতরাং অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের যেমন স্বতন্ত্র অধিকার রয়েছে তেমনি উপার্জন হালাল বা হারামের ব্যাপারেও স্বতন্ত্র দায়বদ্ধতা রয়েছে।

ইসলাম নারীকে অর্থ উপার্জনের যে অধিকার দিয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আত-তালাক, পরিচ্ছেদ : ফিল ঈলা ওয়া ই'তিযালিন নিসা ওয়া তাখয়ীরিহিন্ন..., বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি., হাদীস নং ৩৭৬৫

৯. আল কুর'আন, ৩৫:১৮; ১৭:১৫; ৩৯:৭; ৫৩:৩৮

১০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জুমু'আহ, পরিচ্ছেদ : আল-জুমু'আহ ফিল কুরা ওয়ার মুদুন, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৪৮৫৩

﴿ وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾

যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকেও কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা কর না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। আল্লাহ নিশ্চয় প্রত্যেক বিষয়েই জানেন।[১১]

ইসলাম নারীকে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। বরং অর্থ উপার্জনের জন্য নারী শরীয়ত নির্দেশিত যে কোন পেশা গ্রহণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ স.-এর সময়েও নারীরা স্বহস্তে কাজ করে অর্থ উপার্জন করত। এ সম্পর্কে আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ

....আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে দীর্ঘ হাতের অধিকারিণী (অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বেশি দানশীল) ছিলেন যয়নাব বিনতে জাহাশ। কারণ তিনি স্বহস্তে কাজ করে উপার্জন করতেন এবং দান করতেন।[১২]

উল্লেখ্য যে, যয়নব রা. হস্তশিল্পে খুবই পারদর্শী ছিলেন। তিনি চামড়া পাকা করতেন এবং তা সেলাই করে অর্থ উপার্জন করে আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন।[১৩]

অর্থ উপার্জনের জন্য নারী স্বাধীনভাবে যে কোন বৈধ পেশা গ্রহণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ স.-এর সময়েও নারীরা বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে অর্থ উপার্জন করতো। নারীরা ইসলামের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পেশা গ্রহণের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যার মধ্যে কৃষিকাজ, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুধপান করানো, পশুচারণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কারিগরী, শিক্ষকতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর স্ত্রী শিল্প ও কারিগরী জ্ঞানে দক্ষ ছিলেন। এ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তিনি নিজের স্বামীর এবং সন্তানদের ব্যয় নির্বাহ করতেন। একদিন তিনি নবী স. কে বললেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا وَقَدْ شَغَلُونِي عَنْ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

১১. আল কুর'আন, ৪:৩২

১২. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ফাযায়িলুস সাহাবাহ, পরিচ্ছেদ : ফাযায়িলু যায়নাব উম্মুল মুমিনীন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৪৭০

১৩. ইবন হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, বৈরূত : দারুল মা'আরিফ, খ. ৪, পৃ. ২৯-৩০

হে আল্লাহর রসূল! আমি কারিগরী বিদ্যায় দক্ষ একজন নারী। আমি বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করে বিক্রি করি। (এ ছাড়া) আমার, আমার স্বামীর ও সন্তানদের আয়ের অন্য কোনো উৎস নেই। তারা আমাকে কর্মে ব্যস্ত করে রেখেছে এবং (তাদের কপর্দকশূন্য অবস্থার কারণে) আমি আমার আয়-উপার্জন থেকে সাদাকাও করতে পারি না। অতএব, (আমার আয় থেকে) তাদের জন্য খরচ করা হলে আমি কী কোনো পুরস্কার পাবো? নবী স. তাকে বললেন, তুমি যা তাদের (স্বামী ও সন্তানদের) জন্য ব্যয় করবে, তাতে তুমি পুরস্কার পাবে। কাজেই তুমি তাদের জন্য ব্যয় করো।[১৪]

একটি ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. খাওলা বিনতে ছা'লাবা রা.[১৫] কে তার স্বামী থেকে আলাদা থাকতে বললেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ স. কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!

১৪. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., খ. ২৫, পৃ. ৪৯৪, হাদীস নং-১৬০৮৬; হাদীসটির সনদ হাসান।

১৫. খাওলা বিনতে ছা'লাবা রা.: বনু আওস গোত্রে খাওলা বিনতে ছা'লাবার জন্ম, তিনি নবী করীম স. এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। খাওলা রা. এর স্বামী আওস বিন সামিত ছিলেন কঠোর মেজাজের অধিকারী এবং বার্ধক্যের কারণে তার মেজাজ আরও তিক্ত ও কর্কশ হয়ে গিয়েছিলো।
জাহেলী যুগে বৈবাহিক সম্পর্ক ছেদ করার জন্য স্বামী তার স্ত্রীকে বলত- "তোমার পৃষ্ঠদেশ আমার মায়ের মত।" খাওলা বিনতে ছা'লাবাকে তার স্বামী উক্ত কথা বললে ফয়সালার জন্য তিনি নবী স. এর দরবারে হাযির হলেন এবং রাসূলুল্লাহ স. কে বললেন, 'আমি শপথ করে বলছি আমার স্বামী আমাকে রাগ করে একথা বলেছেন। তিনি আমাকে তালাক দেননি'। রাসূল স. বললেন, আমার মনে হয় তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছ। রাসূলুল্লাহ স. এর কথা শুনে খাওলা রা. দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তিনি হাত উঠিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ আমার জীবনের কঠিন তাকলীফ ও বিরহ বিচ্ছেদের অভিযোগ করছি। হে আল্লাহ আমার জন্য যা কল্যাণকর হয় তাই তোমার নবীর মারফত আমাকে জানিয়ে দাও।" আয়িশা রা. খাওলা রা. এর ফরিয়াদ দেখে আল্লাহর দরবারে কাঁদলেন। অতঃপর খাওলা রা. এর পক্ষেই আল্লাহ তা'আলা ফয়সালা করে দিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ- الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ-

"আল্লাহ শুনতে পেয়েছেন সেই মেয়ে লোকটির কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে তর্ক-বিতর্ক করেছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করেছে। আল্লাহ তোমাদের দু'জনেরই কথা-বার্তা শুনতে পেয়েছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তোমাদের মধ্যে যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারা যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। এই লোকেরা একটা অতীব ঘৃণ্য ও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে। আর আসল কথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল ও মার্জনা কারী।"-আল কুর'আন, ৫৮ : ১-২

আমার স্বামীর ব্যয় নির্বাহের কোন ব্যবস্থা নেই। আমি তার ব্যয় নির্বাহ করে থাকি। সে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিভাবে জীবন যাপন করবে?[১৬]

পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরেও নারীরা ঘরের বাইরে বের হতে পারতেন। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, উমর রা. সাওদা রা. কে ঘরের বাইরে দেখতে পেয়ে তাঁর সমালোচনা করলেন। সাওদা রা. ঘরে ফিরে আসলেন এবং নবী স. এর কাছে এ কথা বললেন। এর পরই ওহী নাযিলের লক্ষণ দেখা দিল। এ অবস্থা দূরীভূত হলেই সাওদা রা. কে ডেকে বললেন,

إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ

প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য তোমাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[১৭]

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি ইদ্দতের মধ্যে গাছ থেকে খেঁজুর কাটতে চাইলেন। কিন্তু একটি লোক তাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করলেন। তিনি রাসূল স.-এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন। রাসূল স. বললেন,

بَلَى فَجُدِّى نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِى أَوْ تَفْعَلِى مَعْرُوفًا

বের হয়ে বাগানে যাও, তোমার খেজুর গাছ কাট। এই টাকা দিয়ে তুমি হয়ত দান খয়রাত করতে পারবে অথবা অন্য কোন ভাল কাজ করতে পারবে।[১৮]

রাসূল স. এর সময়ে নারীরা কৃষিকাজও করতেন। এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে,

আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যুবাইরকে যে জমি দিয়েছিলেন, আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটির বোঝা বহন করে আনতাম। আর এ জমির দূরত্ব ছিল দুই তৃতীয়াংশ ফারসাখ অর্থাৎ প্রায় দুই মাইল। একদিন আমি আমার মাথায় করে খেজুরের আঁটি বহন করে নিয়ে আসার সময় রসূলুল্লাহ স.-এর দেখা পেলাম এবং তাঁর সাথে এক দল আনসারী সাহাবীও ছিলেন। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে তাঁর উটের পেছনে বসাবার জন্য উটকে আখ আখ বললেন, যেন সে বসে পড়ে এবং আমি

১৬. যেহেতু খাওলা রা. ও তার স্বামীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল এ সম্পর্কিত সমাধান হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ স. তাদেরকে আলাদা থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ কারণেই খাওলা বিনতে ছা'লাবা রা. রাসূলুল্লাহ স. কে প্রশ্ন করেছিলেন। -মুহাম্মদ ইব্নে সা'আদ, *আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৭৬

১৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আত-তাফসীর, পরিচ্ছেদ : সূরা আল-আহযাব, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৫১৭

১৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আত-তালাক, পরিচ্ছেদ : জাওয়াযু খুরুজিল মুতাদ্দাতিল বায়িন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৭৯৪

আরোহন করতে পারি। আমি পুরুষদের সাথে একত্রে যাওয়াকে লজ্জাবোধ করতে লাগলাম।.... রসূলুল্লাহ স. বুঝতে পারলেন যে, আমি লজ্জা বোধ করছি। সুতরাং তিনি এগিয়ে চললেন।[১৯]

উক্ত হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর সময়ে নারীরা বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে অর্থ উপার্জন করতো।

রাসূল স. এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও নারীরা ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতো। উমর রা.-এর খিলাফতকালে আসমা বিনতে মাখরামাহ রা. কে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইব্নে আবু রাবীয়াহ ইয়ামান থেকে আতর পাঠাতো আর তিনি ঐ আতরের কারবার করতেন।[২০]

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে, কায়লা রা. নাম্নী এক মহিলা সাহাবী নবী স. কে বললেন, إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي "আমি একজন মহিলা। আমি নানা প্রকার জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি (অর্থাৎ আমি ব্যবসায়ী)।" এরপর সে ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নবী স.-এর কাছ থেকে জেনে নিল।[২১]

প্রসিদ্ধ ইমাম আশহাব রহ. একবার এক দাসীর নিকট থেকে সবজি ক্রয় করলেন। তৎকালীন রীতি ছিল, সবজির মূল্য নগদ অর্থে পরিশোধ করার পরিবর্তে সবজি বিক্রেতাকে রুটি বা খাদ্য দেয়া। আশহাবের রহ. কাছে সেই মুহূর্তে রুটি ছিল না। তিনি দাসীকে বললেন, সন্ধ্যা বেলায় রুটি বিক্রেতার নিকট থেকে রুটি আসলে তুমি এসে নিয়ে যাবে। দাসী বললো, জনাব এটা তো না জায়েয। খাদ্য দ্রব্যের বেচাকেনার ক্ষেত্রে শরীয়ত তো তাৎক্ষণিকভাবে মূল্য পরিশোধ করতে আদেশ করেছে।[২২]

সুতরাং উক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে, ইসলামে নারীদের ব্যবসা বাণিজ্য করার অধিকার আছে এবং রাসূল স. এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে অনেক নারীই ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করতো।

রাসূলুল্লাহ স.-এর সময়ে দাস প্রথার প্রচলন থাকায় নারীরা এই পেশা গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার কারণে তাদেরকে পশুচারণ করতে হতো। মু'আবিয়া ইবনে হাকাম আস্ সুলামী রা. থেকে বর্ণিত, "আমার

১৯. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আল-গীরাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৯২৬

২০. ইবনু 'আবদিল বার্, আল-ইস্তি'আব, খ.২,পৃ.৯৩

২১. ইমাম ইবনু মাজাহ্, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আত-তিজারাত, পরিচ্ছেদ : আস-সূম, বৈরূত : দারূল ফিকর, তা.বি., হাদীস নং-২২০৪; হাদীসটির সনদ যঈফ।

২২. ইবনুল হাজ্জ, *আল-মাদখাল*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. বি., খ. ১, পৃ. ২১৫

একজন দাসী ছিল। সে মদীনার পার্শ্ববর্তী উহুদ ও জাওয়ানিয়া এলাকায় আমার বকরী চরাতো। একদিন সে আমাকে জানালো যে, হঠাৎ একটি বাঘ এসে তার বকরীর পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে গেছে। আমি এমন একজন লোক যে অন্যদের মত শুধু আফসোস করলাম, তবে আমি তার গালে সজোরে একটি চপেটাঘাত করেছিলাম। পরে আমি রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে গেলাম। তিনি আমার এ কাজকে গুরুতর বলে মনে করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবো? তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে তাঁর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বললো, আসমানে। তিনি অবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে? সে বললো, আপনি আল্লাহর রসূল! এরপর তিনি বললেন, সে মুমিন, তাকে মুক্ত করে দাও।"[২৩]

সাদ ইবনে মু'আয রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কা'ব ইবনে মালিকের এক দাসী সাল'আ পর্বতের পাদদেশে বকরী চরাতো। একটি বকরী হঠাৎ করে আহত হলে সে সেটিকে ধরে পাথর দ্বারা যবেহ করলো। এ বিষয়ে নবী স. কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমরা খেতে পার।"[২৪]

সুতরাং নারীদের যে পশুচারণের অধিকার আছে এবং রাসূল স.-এর সময়ে নারীরা পশুচারণ করতেন তা উক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। তাই বলা যায়, ইসলাম নারীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার যে অধিকার দান করেছে, রাসূলুল্লাহ স.-এর সময়ে তা যথাযথভাবে ব্যবহার করে উপার্জিত অর্থ দ্বারা নারীরা যেমন পরিবারের কল্যাণ সাধন করেছে তেমনি সমাজেরও প্রভুত কল্যাণে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

২৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাসাজিদ, পরিচ্ছেদ : তাহরীমুল কালামি ফিস সালাতি ..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৮৬

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ.... وَكَانَتْ لِى جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِى قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّى صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَىَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا قَالَ « ائْتِنِى بِهَا ». فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا « أَيْنَ اللَّهُ ». قَالَتْ فِى السَّمَاءِ. قَالَ « مَنْ أَنَا ». قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ « أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ».

২৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাবয়িহ ওয়াস সইদ, পরিচ্ছেদ : যাবীহাতুল মারআতি ওয়াল আমাতি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৮৬

عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره : أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه و سلم فقال (كلوها)

সম্পদের মালিকানা লাভ

মাল বা সম্পদ বলতে এমন বস্তু বা বিষয়কে বুঝায় যার উপযোগিতা রয়েছে এবং যার উপর মানুষের অধিকার শরীয়ত ও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। মাল বা সম্পদ দুই ধরনের হতে পারে। যেমন, বস্তুগত ও অবস্তুগত। বস্তুগত সম্পদ হচ্ছে ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠা, ভুমি, দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি। আর অবস্তুগত সম্পদ হচ্ছে, সকল প্রকারের সৃজনশীলতা, শিল্পকর্ম ইত্যাদি। আর মালিকানা শব্দের অর্থ হচ্ছে অধিকার সম্বন্ধীয় দাবি। মাল বা সম্পদের মালিকানা বলতে বুঝায় সম্পদের অধিকার। সংজ্ঞাগত দিক থেকে কোন মাল দখলে রাখার, ব্যবহার করার, ভোগ করার, দান করার, বিক্রয় করার অধিকারকেই মালিকানা বলে। আর সম্পদের অধিকারী হওয়াকেই সম্পদের মালিকানা বলে। তাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ জীবন-যাপন, পরিবারের ভরণ-পোষণ, সন্তানের শিক্ষা, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা, রোগ-শোকে চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য সম্পদের মালিক হতে চায়। তাই ইসলাম পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও সম্পদ উপার্জনের অধিকার প্রদানের সাথে সাথে সম্পদের মালিকানা লাভের অধিকার প্রদান করেছে। শরীয়ত সম্মত বৈধ পন্থায় যে কোন ব্যক্তি যে কোন মাল বা সম্পদের মালিকানা লাভ করতে পারে এবং বৈধ কারণ ছাড়া তাকে উক্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন বিধান ইসলামে নেই। সম্পদের মালিকানা লাভের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِه إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকেও কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা কর না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। আল্লাহ নিশ্চয় প্রত্যেক বিষয়েই জানেন।[২৫]

ইসলাম নারীদের সম্পদের মালিকানা লাভের পাশাপাশি ভোগ-ব্যবহারের অধিকার, অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার অধিকার, সম্পদের মালিকানা হস্তান্তরের অধিকার, মালিকানা স্বত্ব রক্ষা করার অধিকার প্রদান করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের অর্থ-সম্পদ গ্রাস করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে শুনে পাপ পথে গ্রাস করার জন্য বিচারকের কাছে পেশ করো না, অথচ তোমরা জান যে এরকম করা বৈধ নয়।[২৬]

২৫. আল কুর'আন, ৪:৩২

২৬. আল কুর'আন, ২:১৮৮

সুতরাং নারী যে সম্পদ উপার্জন করে বা উত্তরাধিকার সূত্রে পায় তা নিজ মালিকানায় রাখার পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং উক্ত সম্পদ নারীর অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করা বা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়া পিতা বা স্বামীর জন্য ইসলামসম্মত নয়। তবে নারী যদি স্ব-ইচ্ছায় পরিবারের জন্য ব্যয় করতে চাই তা স্বতন্ত্র বিষয়।

ভরণ-পোষণ প্রাপ্তি

নারী বিবাহের পূর্বে পিতা, বিবাহের পর স্বামী এবং বৃদ্ধাবস্থায় সন্তান এই তিন শ্রেণীর অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে জীবন অতিবাহিত করে। তাই মাতা, স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ-পোষণ[২৭] প্রদানের প্রতি ইসলাম অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সন্তান যতদিন নিজে উপার্জনক্ষম না হবে ততদিন পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণ দেয়ার দায়িত্ব পরিবারের।[২৮] শুধু ভরণ-পোষণ প্রদান নয় বরং সন্তানের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পিতা-মাতা উভয়ের। ইসলামের বিধান অনুযায়ী কোন কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তান একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাতার নিকট থাকবে। কিন্তু বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সন্তান তার ইচ্ছামত পিতা বা মাতা যে কোন একজনের সাথে বসবাস করতে পারবে। তবে সন্তান যেখানেই থাকুক তার ভরণ-পোষণ সহ যাবতীয় ব্যয়ভার পিতাকেই বহন করতে হবে।[২৯] একাধিক সন্তান থাকলে তাদের মধ্যে ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করতে হবে। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল স. বলেছেন,

مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ

২৭. ভরণ-পোষণ শব্দের আরবী 'নাফাকা'। এর অর্থ- পরিবারের ব্যক্তিবর্গের জন্য যা ব্যয় করা হয়। শরীয়তের পরিভাষায়, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন ও চাকর-বাকরের অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থানের ব্যয়ভার বহন করাকে 'নাফাকা' বা ভরণ-পোষণ বলে। -মুহাম্মদ আমীন ইব্নে আবিদীন, *হাশিয়াতু আলাদ দুররিল মুখতার শারহি তানবীরুল আবছার*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৩২৮ হি., খ.১, পৃ. ৬২৮; সাইয়্যিদ আবু জাবির, *আল-কামুছ আল-ফিকহি*, করাচি : ইরাদাতুল কুর'আন ওয়া উলুমুল ইসলামিয়া, তা.বি., পৃ. ৩৫৯

২৮. বস্তুত সন্তানের পিতা-মাতার সঙ্গে জন্মের সম্পর্ককে বংশ পরিচয় বা ইসলামী বিধানে 'নসব' বলা হয়। এর ভিত্তি হল একজন পুরুষ ও একজন নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক। মূলত 'নসব' এর মাধ্যমে পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সন্তান বংশ পরিচয় ও সম্পদের উত্তরাধিকার লাভ করে। এই সম্পর্কের কারণেই ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়। -নূরুল মু'মিন, *মুসলিম আইন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯০, পৃ. ৪০৪

২৯. গাজী শামসুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, খ. ১, ধারা-৩৯৭, ৩৯৮, ৪০৬, ৪০৭

যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোন অথবা দু'টি কন্যা লালন-পালন করে এবং তাদের ভাল স্বভাব-চরিত্র শিক্ষা দেয়, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে, তাদের জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট রয়েছে।[৩০]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو هكذا وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

যে ব্যক্তি তার দু'টি কন্যাকে বালেগা হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করে, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে এভাবে আগমন করবে। তখন তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো একত্রিত করে দেখালেন।[৩১]

সন্তানের ভরণ-পোষণ প্রদানের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করা বা অবহেলা করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কারো উপর বর্তাবে, সে যদি তা যথাযথভাবে পালন না করে তাহলে সে গোনাহগার হবে।[৩২]

অপর এক হাদীসে আছে,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

যাদের খাওয়া-পরার কর্তৃত্ব একজনের হাতে, সে যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে এ কাজই তার বড় গুণাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।[৩৩]

সুতরাং সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, নিজস্ব উপার্জন না করা বা মেয়েদের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণ দান করা পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ইসলামে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ প্রদানের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বামীর উপর অর্পিত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾

সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুসারে স্ত্রী পরিজনের জন্য ব্যয় করবে। আর যার আয় সীমিত সে আল্লাহর দেয়া সম্পদ অনুসারে খরচ করবে।[৩৪]

৩০. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : ফী ফাযলি মান 'আলা ইয়াতামা, বৈরূত : দারুর কিতাবিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-৫১৪৯

৩১. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বিরবি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, পরিচ্ছেদ : ফাযলুল ইহসান ইলাল বানাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৮৬৪

৩২. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : ফী সিলাতির রহিমি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৬৯৪; হাদীসটির সনদ হাসান। আল-আলবানী, *সহীহ আবূ দাউদ*, হাদীস নং-১৪৪২

৩৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : ফাযলুন নাফাকাতি 'আলাল 'ইয়াল ওয়াল মামলুক ওয়া ইছমু মান যায়্যা'আহুম..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৩৫৯

৩৪. আল কুর'আন, ৬৫:৭

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلادَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি দুধ পান করানোর পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর পিতার কর্তব্য হল তাদের যথাবিধি ভরণ-পোষণ দান করা। কাউকে তার সামর্থ্যের অধিক দায়িত্বভার দেয়া হয় না। কোন মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং কোন পিতাকেও তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আর উত্তরাধিকারীদের উপরও অনুরূপ কর্তব্য। আর মাতা-পিতা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে যদি দুধ পান বন্ধ রাখতে চায়, তবে তাতে তাদের কোন পাপ নেই। বিধিমত সাব্যস্তকৃত বিনিময় প্রদান করে কোন ধাত্রী দিয়ে যদি তোমরা নিজেদের সন্তানদের দুধপান করাতে চাও তাতেও কোন পাপ নেই। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।[৩৫]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ...وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আল্লাহর উপর ভরসা করেই তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ। আর আল্লাহর কালেমা দ্বারাই তোমরা তাদের থেকে দাম্পত্য অধিকার লাভ করেছ। তোমাদের উপর অধিকার হলো এই যে, তোমরা তাদের খোরাক ও পোশাকের সুবন্দোবস্ত করবে।[৩৬]

রাসূলুল্লাহ স. আরও বলেছেন,

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ ....وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

৩৫. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩

৩৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হাজ্জ, পরিচ্ছেদ : হুজ্জাতুন নাবী স., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০০৯

হে লোকসকল! তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করো। কেননা, তারা তো তোমাদের নিকট বন্দীর মত।... তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো এই যে, তোমরা তাদের জন্য খোরাক ও পোশাকের উত্তম ব্যবস্থা করবে।[৩৭]

আর স্ত্রীদের যথাযথ বাসস্থানের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾

তোমরা সামর্থ্যানুযায়ী নিজেরা যেরূপ গৃহে বাস কর, স্ত্রীদের বসবাসের জন্যও তদ্রূপ গৃহের ব্যবস্থা করে দাও। তাদের কষ্ট দিয়ে জীবন সংকটাপন্ন কর না।[৩৮]

জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ স. কে একবার জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের উপর স্ত্রীদের অধিকার কী? রাসূলুল্লাহ স. বললেন,

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

তুমি যখন খাও, তখন তাকেও খেতে দিবে আর তুমি যখন কাপড় পরিধান কর, তখন তাকেও কাপড় পরিধান করতে দিবে।[৩৯]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মাওলানা খলীল আহমদ বলেন,

اى يجب عليك اطعام الزوجة وكسوتها عند قدرتك عليها لنفسك-

স্ত্রীর খোরাক ও পোশাক যোগাড় করে দেয়া স্বামীর কর্তব্য, যখন তিনি এগুলোর ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন।[৪০]

আর আল্লামা আল খাত্তাবী রহ. বলেন,

فى هذا ايجاب النفقة والكسوة لها – ليس فى ذلك حد معلوم وانما هو على العرف وعلى قدر وسع الزوج – واذا جعله النبى صلعم حقا لها فهو لازم حضر او غاب-وان لم يجده فى وقته كان دينا عليه الى ان يوديه اليها كسائر الحقوق الواجبة

এই হাদীস স্ত্রীর খোরাক-পোশাকের ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর উপর ওয়াজিব করে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে কোন সীমা নির্দিষ্ট করা নেই। প্রচলিত নিয়মানুসারে তা করতে হবে। আর করতে হবে স্বামীর সামর্থ্যানুযায়ী। রাসুলে করীম স. যখন

৩৭. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : আর রাযা', পরিচ্ছেদ : হাক্কুল মারআতি 'আলা যাওযিহা, বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-১১৬৩। হাদীসটির সনদ হাসান।

৩৮. আল কুর'আন, ৬৫:৬

৩৯. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : হাক্কুল মারআতি 'আলা যাওজিহা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১৪৪। হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ। আল-আলবানী, *সহীহ আবূ দাউদ*, হাদীস নং-১৮৭৫

৪০. আবূ ইবরাহীম খলিল আহমাদ, *বযলুল মজহুদ*, রিয়াদ : দারুল লিউয়া লিন নাশর ওয়াত তাওয়ী, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ৪৪

একে অধিকার বলেছেন, তখন স্বামীর তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। সে উপস্থিত থাকুক আর অনুপস্থিত। সময়মত আদায় করতে না পারলে তা স্বামীর উপর অবশ্য আদায় যোগ্য একটা ঋণ হয়ে থাকবে। যেমন অন্যান্য হক বা অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে।[৪১]

পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয় এবং উপার্জন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন তাদের মৌলিক অধিকার পুরণ করার দায়িত্ব সন্তানের। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾

আমি মানুষকে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং দুই বছর পর্যন্ত তাকে স্তন্য দান করে থাকেন। সুতরাং শোকর গুজারী কর আমার এবং তোমার মাতা-পিতার। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।[৪২]

কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না, তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল, হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।[৪৩]

সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার হক বা অধিকার সম্পর্কে এক হাদীসে উল্লেখ আছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ

৪১. আল্লামা আল খাত্তাবী, *মা'লিমুস্ সুনান*, হালাব : মাতবাউল ইলমিয়াহ্, তা. বি., খ. ২, পৃ. ২২১

৪২. আল কুর'আন, ৩১:১৪

৪৩. আল কুর'আন, ১৭:২৩-২৪

এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসুল! আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা।[৪৪]

সুতরাং একথা বলা যায় যে, সন্তানের (ছেলে কিংবা মেয়ে) ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পিতা-মাতার আর স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। স্ত্রী যদি নিজে উপার্জন করে তারপরও সে স্বামীর কাছ থেকে ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকারী। আর পিতা-মাতা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হলে তাদের ভরণ-পোষণ প্রদানের দায়িত্ব সন্তানের। অতএব, নারী হিসেবে মাতা, কন্যা, স্ত্রী, অবিবাহিত বোন সকলেরই ভরণ-পোষণ প্রদান করা পুরুষের দায়িত্ব।

পরিত্যক্ত সম্পদে নারীর অংশ

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী সকল ধর্মেই বঞ্চিত ছিল।[৪৫] একমাত্র ইসলাম ধর্মই নারীকে স্ব উপার্জিত বা অন্য কোন উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার দান করেছে। প্রাক ইসলামী যুগে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত ধন-সম্পদের উপর নারীদের কোন অধিকার ছিল না। ইসলামই সর্বপ্রথম পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের মত নারীর অধিকারও নির্ধারিত করে দিয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾

পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা অল্পই হউক বা বেশিই হউক, (উভয়ের জন্য এর) সুনির্দিষ্ট অংশ রয়েছে।[৪৬]

৪৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : মান আহাক্কুন নাসা বিহুসনিস সুহ্‌বাতি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৬২৬

৪৫. ইসলামের মীরাস আইন প্রবর্তনের পূর্বে আরব-অনারব জাতিসমূহের মধ্যে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে চলতো নানা ধরনের জুলুম ও অত্যাচার। মুশরিকদের নিয়মে পিতার বড় ছেলে সকল সম্পত্তির মালিক হতো। মেয়েরা ও ছোট ছেলেরা হতো সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। আবার কোন কোন জাতির নিয়মে এতিম বালক-বালিকা ও নারীগণ মীরাসের বিষয়ে কোন অংশই পেত না। -মুফতী মোহাম্মদ শফি, অনুবাদ: মুহিউদ্দিন খান, *তাফসীরে মা'আরিফুল কুর'আন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, খ. ২, পৃ. ৩৪৮

৪৬. আল-কুরআন, ৪:৭

নিম্নে আল কুরআনের আলোকে পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীর অংশ তুলে ধরা হলো:

স্ত্রীর অংশ

স্বামীর মৃত্যু হলে তার পরিত্যক্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে স্ত্রী উত্তরাধিকারী হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, তাহলে তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি তোমাদের কোন সন্তান থাকে, তাহলে তারা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাবে।[৪৭]

কন্যার অংশ

পিতার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তিতে কন্যা উত্তরাধিকারী স্বত্ব লাভ করে । এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾

আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের (অংশ পাওয়ার) ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান পাবে, আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই এর অধিক হয়, তাহলে তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ অংশ পাবে, আর একটি মাত্র কন্যা থাকলে অর্ধেক অংশ পাবে।[৪৮]

বোনের অংশ

কোন ব্যক্তি পিতৃ-মাতৃহীন এবং পুত্র-কন্যাহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে 'কালালা'[৪৯] বলা হয়। এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির যদি মাত্র একজন বোন জীবিত থাকে, তাহলে সে পরিত্যক্ত মোট সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। আর দুই বা ততোধিক বোন থাকলে, তারা সকলে মিলে পাবে মোট সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। আর যদি বোনের সাথে ভাই জীবিত থাকে তাহলে প্রত্যক বোন ভাইয়ের অর্ধাংশ পাবে। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে বোনের অংশ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

৪৭. আল-কুরআন, ৪:১২

৪৮. আল-কুরআন, ৪:১১

৪৯. 'কালালা' শব্দের অর্থ পিতা-পুত্রহীন অর্থাৎ যার পিতা-মাতা ও পুত্র-কন্যা প্রভৃতি কেউই বিদ্যমান না থাকে, তাকেই 'কালালা' বলে। আবার যে সকল উত্তরাধিকারী পিতা-মাতা অথবা পুত্র-কন্যার বংশধর নয়, তারাও 'কালালা' নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

হে নবী! লোকে আপনার নিকট (উত্তরাধিকার) বিধান জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিচ্ছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার একজন বোন (সহোদর বা বৈমাত্রেয়) থাকে, তবে সে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে এবং এ ব্যক্তি বোনের সম্পত্তিরও উত্তরাধিকার হবে। যদি মৃত বোনের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি বোন দুইজন হয় তবে তারা ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি ভাই বোন উভয় থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ হবে দুইজন নারীর অংশের সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হবে এ আশংকায় আল্লাহ তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।[৫০]

মা একজন কিন্তু পিতা দুইজন অর্থাৎ মায়ের অন্য স্বামীর ঔরসের কন্যা সন্তানকে বৈপিত্রেয় বোন বলা হয়। বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ন্যায় বোনও সম্পত্তিতে অংশীদার হয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء﴾

যদি কোন পুরুষ অথবা নারী পিতা-মাতাহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন থাকে, তবে প্রত্যেকে পাবে ৬ ভাগের এক ভাগ অংশ। তারা যদি তদপেক্ষা বেশী হয় তবে তারা সকলে একত্রে ৩ ভাগের ১ ভাগ অংশের অংশীদার হবে।[৫১]

মায়ের অংশ

মৃত ব্যক্তি অর্থাৎ সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মায়ের অংশ নির্ধারিত রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾

মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে পিতা-মাতা অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক অংশ। আর যদি ঐ মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকে এবং শুধু পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে মাতার প্রাপ্য এক-তৃতীয়াংশ। আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকে, তাহলে মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ।[৫২]

৫০. আল কুর'আন, ৪:১৭৬
৫১. আল কুর'আন, ৪:১২
৫২. আল কুর'আন, ৪:১১

মোহর

ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুসারে বিবাহের সময় স্বামী স্ত্রীকে যে সম্পদ নগদ প্রদান করে বা পরবর্তীতে প্রদানের অঙ্গীকার করে তাকে 'মোহর'[৫৩] বলে। 'মোহর' স্ত্রীর জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে নির্ধারিত একটি বিশেষ অধিকার। বিবাহের সময় নারীকে দেয়ার জন্য যে অর্থ বাধ্যতামুলকভাবে নির্ধারণ করা হয় তাই মোহর। আল কুর'আনে মোহর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

বিয়ের মাধ্যমে যে নারীরা তোমাদের জন্য হালাল হবে তাদেরকে দিয়ে দাও নির্ধারিত মোহর। মোহর ধার্য করার পর তোমরা স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে যদি এর পরিমাণ কম-বেশী করে নাও, তাতে দোষের কিছু নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।[৫৪]

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মোহরের বিনিময়েই স্ত্রীর উপর স্বামী অধিকার লাভ করে থাকে এবং মোহর পরিশোধ করা স্বামীর জন্য ফরয।

স্বামীর জন্য স্ত্রী বৈধ হওয়ার অপরিহার্য বিনিময় মাধ্যম হলো মোহর এবং এটি পরিশোধ করা স্বামীর উপর ফরয। কিন্তু শরীয়তে এর কোন পরিমাণ বিতর্কহীনভাবে নির্ধারিত নেই। তবে উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে মোহরের পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যা পরিশোধ করা স্বামীর জন্য কষ্টকর না হয় আবার স্ত্রীর অধিকার অক্ষুণ্ন থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾

যদি তোমরা সহবাস বা মোহর ধার্য করার পূর্বে স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তবে কোন পাপ হবে না। কিন্তু তাদেরকে যথাসাধ্য উপযুক্ত খরচপত্র দিবে; সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থ্যানুযায়ী খরচপত্র দানের ব্যবস্থা করবে। এটি সত্যপরায়ণ লোকদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।[৫৫]

বিবাহের সময় মোহরের যে চুক্তি করা হয় তা পূর্ণ করা স্বামীর জন্য অপরিহার্য। এটা স্বামীর জন্য এমন এক দায়িত্ব যা থেকে বিরত থাকার কোন সুযোগ নেই, তবে স্ত্রী যদি স্ব-ইচ্ছাই নির্ধারিত মোহর মাফ করে দেয় তাহলে স্বামী এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি

৫৩. যে টাকা বা বস্তু বিবাহিতা নারীকে স্বামীর পক্ষ থেকে প্রদান করা হয় তাই মোহর। -মালিক রাম, *নারী সমাজ ও ইসলামী শিক্ষা*, অনুবাদ: মাহমূদা বেগম নেকু, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ. ৯৪; প্রামাণ্য সংজ্ঞার জন্যে ফিকহের গ্রন্থাবলি দেখুন।
৫৪. আল কুর'আন, ৪:২৪।
৫৫. আল কুর'আন, ২:২৩৬

পাবে। আর যদি স্ত্রী তা মাফ না করে এবং মোহর পরিশোধ করার পূর্বে স্বামীর মৃত্যু ঘটে তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে। তাই মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বামীদের সতর্ক ভূমিকা পালন করা উচিত। প্রত্যেক স্বামী নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী মোহর নির্ধারণ করবে। তবে বিত্তবান ব্যক্তি স্ত্রীর দাবি অনুসারে বেশী পরিমাণে মোহর দিতে পারে। এক্ষেত্রে প্রদত্ত মোহরের অংশবিশেষ সে ফেরত নিতে পারবে না। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾

আর তোমরা যদি এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করে থাক তবে তাকে প্রচুর সম্পদ দিয়ে থাকলেও তার নিকট থেকে কিছুই ফেরত নিবে না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট জুলুম করে তা ফেরত নেবে?[৫৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾

তোমরা স্ত্রীদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু ফেরত নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়।[৫৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আবু হাইয়ান আল আন্দালুসী রহ. বলেন, স্ত্রীকে স্বামী যা কিছু দিয়েছে তা থেকে কিছু বা সম্পূর্ণ ফিরিয়ে নেয়া বৈধ নয়। তবে স্ত্রী যদি খুল'আর মাধ্যমে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ ঘটাতে চাই তবে স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু অংশ ফেরত নিতে পারবে।[৫৮] এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

অবশ্য এরূপ অবস্থা স্বতন্ত্র, যখন স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারবে না বলে আশংকাবোধ করবে। তবে তাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করে দেয়া যে, স্ত্রী স্বামীকে কিছু বিনিময় দান করে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নেবে, এটা কিছুমাত্র দূষণীয় নয়।[৫৯]

মোহরের পরিমাণ স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। এক নিঃসম্বল সাহাবী এক নারীকে বিবাহ করতে চাইলে রাসুল স. তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

৫৬. আল কুর'আন, ৪:২০
৫৭. আল কুর'আন, ২:২২৯
৫৮. আল্লামা মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আবু হাইয়্যান আল আন্দালুসী, *আল বাহরুল মুহীত ফিত্ তাফসীর*, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, তা. বি., খ. ২, পৃ. ৪৬৯
৫৯. আল কুর'আন, ২:২২৯

﴿ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيد فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ﴾

তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে উত্তর দিল, না। নবী স. বললেন, যাও খুঁজে দেখ, কিছু যোগাড় করতে পার কিনা, তা লোহার একটি আংটি হলেও। লোকটি গেল, খোঁজ করল এবং ফিরে এসে বলল, আমি কিছুই যোগাড় করতে পারলাম না। এমনকি একটি লোহার আংটিও নয়। নবী স. বললেন, তুমি কি কুর'আনের কিছু মুখস্থ জান? সে উত্তরে বলল, আমি অমুক অমুক সূরা মুখস্থ জানি। নবী স. বললেন, যাও তুমি যে পরিমাণ কুর'আন মুখস্থ জান তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।[৬০]

অন্য এক হাদীসে আনাস রা. থেকে বর্ণিত।

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْف تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاة فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. এক মহিলাকে বিবাহ করলেন এবং তাকে খেজুরের আটির সমপরিমাণ স্বর্ণ মোহর দিলেন। অতঃপর, নবী স. তার চেহারায় প্রফুল্লতা দেখে তাকে (এর কারণ সম্পর্কে) জিজ্ঞাস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি এক মহিলাকে খেজুরের আটির সমপরিমাণ স্বর্ণ মোহর দিয়ে বিয়ে করেছি।[৬১]

সাহল ইবনে সাদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. এক ব্যক্তিকে বললেন,

تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيد

তুমি বিবাহ কর, মোহরানা হিসেবে একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হলেও।[৬২]

উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান আবশ্যকীয়। তা যত নিম্ন পরিমাণ হোক না কেন। আবার মোহরের কোন উর্ধ্বসীমাও নির্ধারিত নেই। স্বামীর সামর্থ্য ও স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এটি নির্ধারিত হবে। তবে স্বামীর পক্ষে যে পরিমাণ মোহর প্রদান করা সহজ হয় সেই পরিমাণ নির্ধারণ করাই উত্তম।

৬০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আত-তাজভীজু 'আলাল কুরআন ওয়া বি-গাইরি সাদাক, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৪৯
৬১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : কওলুল্লাহি তা'আলা : ওয়া আতুন-নিসাআ সদুকাতিহিন্না নিহলাহ, (সূরা নিসা, ০৪ : ৫০,) প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৮৫৩
৬২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আল-মাহরু বিল উরুয ওয়া খাতামিন মিন হাদীদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৮৫৫

স্ত্রীকে স্বামী মোহর প্রদান করবে এটাই ইসলামের বিধান এবং স্বামীর কাছ থেকে মোহর পাওয়া নারীর অধিকার। কেননা স্বামী হিসেবে স্ত্রীর উপর মোহরের বিনিময়েই অধিকার সৃষ্টি হয়েছে। তাই বিবাহের সময় মোহর প্রদানের যে চুক্তি হয় তা প্রদান করা স্বামীর জন্য অপরিহার্য। স্বামী যদি চুক্তি অনুযায়ী মোহর আদায় করতে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রী তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার অধিকার রাখে।[৬৩] মোহর আদায় করা প্রসংগে উকবা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল স. বলেন,

أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

সব শর্তের মধ্যে যে শর্ত পালন করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য তা হল, যে শর্ত দ্বারা তোমরা নারীদের বিশেষ অঙ্গ উপভোগ করা বৈধ করে থাক।[৬৪]

নবী স. আরও বলেন,

من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي ألا يؤديه إليها فهو زان ، وَمَنْ أدان دينا وهو ينوي ألا يؤديه إلى صاحبه فهو سارق.

যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট মোহর ধার্য করে কোন মেয়েকে বিয়ে করে আর মনে মনে নিয়ত করে যে, এটা আদায় করবে না, সে একজন ব্যভিচারী। আর যে ব্যক্তি কারো নিকট থেকে কর্জ নেয় আর মনে মনে নিয়ত করে যে সে তা পরিশোধ করবে না, সে একজন চোর।[৬৫]

মোহর আদায়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীর একচ্ছত্র অধিকার রয়েছে। মোহরের মালিকানা যেহেতু স্ত্রীর, সেক্ষেত্রে আদায় করার ব্যাপারেও স্ত্রীর মতামত চূড়ান্ত। স্ত্রী ইচ্ছা করলে মোহর নগদ আদায় করতে পারে, আবার পরবর্তীতে পরিশোধ করার জন্য স্বামীকে অবকাশ দিতে পারে, আবার সম্পূর্ণ বা কিয়দংশ মাফ করে দিতে পারে। মোহর আদায় না করা পর্যন্ত স্বামীর সাথে সহবাস, তার আদেশ পালন ও তার সাথে এক গৃহে অবস্থান করতে অস্বীকার করার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে। মোহর পরিশোধের পূর্বে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী মোহর আদায় না হওয়া পর্যন্ত মৃত স্বামীর সম্পত্তি দখল করে রাখতে পারে।[৬৬] তবে

৬৩. আবুল আ'লা, *স্বামী-স্ত্রীর অধিকার*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ৩০-৩১

৬৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আশ-শুরুতু ফিন-নিকাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৮৫৬

৬৫. আব্দুল আযীম আল-মুনযিরী, *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব মিনাল হাদীস আশ-শারীফ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি., হাদীস নং-২৭৮০। হাদীসটির সনদ সহীহ লি-গায়রিহী; আল-আলবানী, *সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-১৮০৬

৬৬. তানযীলুর রহমান, *মাজমুআহ কাওয়ানীনে ইসলাম*, খ. ১, পৃ. ৪৮; Asif Fyzee, *Out lines of Muhammadan Law*, 2nd Edition, Oxford, 1995; Sir Ronald K. Wilsow, *Anglo Muhammadan Law*, 4th ed. London, 1912, p.167-168.

মোহর যেহেতু স্ত্রীর অধিকার তাই স্বামীত্বের অধিকার লাভের সময়ই তা পরিশোধ করা উচিত। কিন্তু স্বামী যদি তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করতে অক্ষম হয় তবে সমঝোতার ভিত্তিতে স্ত্রী স্বামীকে অবকাশ দিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে মোহরের সম্পূর্ণ বা কিয়দংশ পরিমাণ মওকুফ করে দিতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾

আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও। পরে তারা খুশিমনে এর কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা সানন্দে ভোগ করতে পার।[৬৭]

মোহরের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে রাসুল স. বলেন,

احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج

বিবাহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপালনযোগ্য শর্ত হলো এই যে, তোমরা মোহর আদায় করবে। কেননা এর দ্বারাই তোমরা দাম্পত্য সম্পর্ক লাভ করে থাক।[৬৮]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আলকামা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ইবনু মাসউদ রা. কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। সেই লোকটি মোহর নির্ধারণ না করেই একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল। বিয়ের পর স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করার পূর্বেই লোকটি মারা যায়। ঘটনাটি শোনার পর ইবনে মাসউদ রা. বললেন, এ বিধবা মহিলা মোহরের মেছেল পাবে। অর্থাৎ তার পরিবারের অন্য মহিলাদের মোহরের সমপরিমাণ মোহর পাবে। কমও নয়, বেশীও নয়। আর তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। সে তার মৃত স্বামীর সম্পদে মীরাসও পাবে। ইবনে মাসউদ রা.-এর এই সিদ্ধান্ত শুনে মা'কিল ইবনে সিনান আল আশজ'য়ী উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমাদের গোত্রের বারওয়া' বিনতে ওয়াশিক নাম্নী এক মহিলার ব্যাপারেও রাসূলে

৬৭. আল কুর'আন, ৪:৪। তবে মোহর মাফ করিয়ে নেয়া বা কম করার জন্য বিবাহের রাত্রে নববধুর আবেগকে কাজে লাগিয়ে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। অথবা মোহর মাফ করে দেয়া বা কম করে দেয়ার জন্য জোর করা নিষিদ্ধ। কেননা মোহর নির্ধারণ ও প্রদান করা বিয়ে হালাল হওয়ার অন্যতম শর্ত।

৬৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আশ-শুরুতু ফিন-নিকাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৮৫৬

করীম স. ঠিক আপনার সিদ্ধান্তের অনুরূপ সিদ্ধান্তই দিয়েছিলেন। এ কথা শুনে ইবনে মাসউদ রা. খুব সন্তুষ্ট হলেন।[৬৯]

সুতরাং একথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, স্বামীর নিকট থেকে মোহর পাওয়া স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার। কারণ এর বিনিময়েই ইসলামী শরীয়ত স্ত্রীকে স্বামীর জন্য বৈধ করেছে।

রাষ্ট্রের নিকট থেকে অর্থ প্রাপ্তির অধিকার

ইসলাম নারীদেরকে রাষ্ট্রের নিকট থেকে ভরণ-পোষণ প্রাপ্তির অধিকার দান করেছে। নারী যদি আর্থিক অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করে তখন সে সরকারের নিকট অর্থ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে, যায়েদ ইবন আসলাম রা. হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর সাথে বাজারে গিয়েছিলাম। সেখানে এক যুবতী মহিলা তাঁর নিকট এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার স্বামী ছোট ছোট বাচ্চা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন, আল্লাহর শপথ! বাচ্চাদের খাওয়ার সংস্থান হতে পারে তিনি এমন কিছুই রেখে যাননি কিংবা কোন কৃষিভূমি বা দুধেল উট-বক্‌রী রেখে যাননি। আমার আশংকা বাচ্চাদেরকে হায়েনা ভক্ষণ করে ফেলবে। আমি খুফাফ ইব্‌ন ঈমা' গিফারির কন্যা। আমার পিতা রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে হুদায়বিয়ার অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উমর রা. পথ চলা বন্ধ করে তার নিকট দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, তোমার জাতি-গোষ্ঠীকে ধন্যবাদ! তারা তো আমার নিকটের লোক। অত:পর তিনি আস্তাবলে রক্ষিত উটের মধ্য হতে বোঝা বহনে সক্ষম একটি উট এনে দুইটি বস্তায় খাদ্য ভর্তি করলেন এবং তার মধ্যে কিছু নগদ অর্থ ও কাপড়-চোপড় দিয়ে মহিলার হাতে উটের লাগাম দিয়ে বললেন,

اقْتَادِيه فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيَكُمْ اللَّهُ بِخَيْرٍ

এর লাগাম ধরে নিয়ে যাও। এগুলি নি:শেষ হওয়ার আগেই আল্লাহ তা'আলা হয়ত এর চেয়েও উত্তম কিছু তোমাকে দান করবেন...।[৭০]

৬৯. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, তাহকীক : আবুল ফাতাহ আবূ গুদ্দাহ, অধ্যায় : আত-তালাক, পরিচ্ছেদ : ইদ্দাতুল মুতাওয়াফফা আনহা যাওজাহা কবলা আইয়াদখুলা বিহা, হালব : মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৬হি./১৯৮৬ খ্রি., হাদীস নং-৩৫২৪। হাদীসটির সনদ সহীহ।

৭০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাগাযী, পরিচ্ছেদ : গাযওয়াতুল হুদায়বিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৯২৮

خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغار والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري وقد شهد أبي مع النبي صلى الله عليه و سلم فوقف عمر و لم

মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে রাসূল স. বলেন,

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

যার অভিভাবক নেই বাদশাহই তার অভিভাবক।[৭১]

উমর রা. তাঁর খিলাফতকালে নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকার প্রসংগে যে সকল প্রয়োজনগুলি পূরণের দায়িত্ব সরকারের উপর অর্পণ করেন তাহলো, ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন পোশাক, হজ্জ গমন এবং যুদ্ধে গমনের বাহন ইত্যাদি।[৭২]

রাষ্ট্রীয় সম্পদে জনগণের অধিকার সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রীয় সম্পদে জনগণের অধিকার প্রদানের আদেশ দিয়ে উমর ইবন আবদুল আযীয র. ইরাকের গভর্নর আবদুল হামীদ ইবন আবদুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন, "জনগণকে তাদের ভাতা দিয়ে দাও। এর জবাবে আবদুল হামীদ লিখেছিলেন, আমি জনগণকে নির্ধারিত ভাতা পরিশোধ করেছি এবং এর পরও বাইতুল মালে অর্থ উদ্বৃত্ত রয়েছে। এর জবাবে উমর ইবন আবদুল আজিজ র. লিখেছিলেন, এখন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে তালাশ কর। তারা কোন অপব্যয় কিংবা অসৎ কাজের জন্য ঐ ঋণ গ্রহণ না করে থাকলে বাইতুল মালের উদ্বৃত্ত তহবিল হতে তাদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা কর। এর জবাবে আবদুল হামীদ খলীফাকে আবার লিখে জানালেন, আমি এরূপ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণও পরিশোধ করে দিয়েছি। অথচ এখনও বাইতুল মালে যথেষ্ট অর্থ অবশিষ্ট রয়েছে। জবাবে উমর ইবন আবদুল আযীয র. লিখলেন, এখন এমন অবিবাহিত যুবকের তালাশ কর যারা নিঃসম্বল এবং তারা পছন্দ করে যে, তুমি তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও, তা হলে তুমি তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও এবং তাদের দায়িত্বে 'অবশ্য দেনমোহর' আদায় করে দাও। জবাবে আবদুল হামিদ লিখলেন, আমি তালাশ করে যত অবিবাহিত যুবক পেয়েছি তাদের বিবাহের বন্দোবস্ত করেছি। এর পরও বাইতুল মালে প্রচুর অর্থ মজুদ রয়েছে। জবাবে উমর ইবনে আবদুল আযীয র. লিখলেন, এখন এমন সকল লোক তালাশ কর যাদের উপর জিযইয়া (কর) ধার্য করা হয়েছে এবং তারা তাদের জমি চাষাবাদ করতে পারছে না। এই সকল যিম্মীকে এত পরিমাণ ঋণ দাও যাতে তারা তাদের জমি ভালভাবে চাষাবাদ করতে পারে। কেননা তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক এক-দুই

يمض ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير

৭১. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় ; আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : ফীল অলিয়্যি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০৮৫। হাদীসটির সনদ সহীহ; আল-আলবানী, *সহীহ আবূ দাউদ*, হাদীস নং-১৮৩৫

৭২. হামেদ আলী আনসারী, *ইসলাম কা নিযামে হুকুমাত*, দিল্লী, ১৯৫৬, পৃ. ৩৯৮

বৎসরের নয়।"[৭৩] এখানে যেসকল লোকদের সাহায্য করার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং উক্ত বিষয়াবলী থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, যে কোন প্রয়োজনে নারীর রাষ্ট্র বা সরকারের নিকট থেকেও অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ ও অধিকার রয়েছে।

যাকাত, দান-সাদকাহ গ্রহণ

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বহু জায়গায় সম্পদ ব্যয়ের কথা বলেছেন। রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে সম্মানের সাথে বসবাস করতে পারে সেদিকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

এবং তাদের সম্পদে রয়েছে অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার।[৭৪]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

মুত্তাকী তারা, যারা গায়েবে ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[৭৫]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ ব্যয়ের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এটা মুমিনদের অন্যতম গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

পবিত্র কুর'আনের অনেক স্থানে যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾

তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও।[৭৬]

---

৭৩. আল-কাসিম ইবন সাল্লাম, *কিতাবুল আমওয়াল*, খ. ১, পৃ. ৪১৪

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن ، وهو بالعراق : أن « أخرج للناس أعطياتهم » فكتب إليه عبد الحميد : إني قد أخرجت للناس أعطياتهم ، وقد بقي في بيت المال مال ، فكتب إليه : أن « انظر كل من ادان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه » ، فكتب إليه ، إني قد قضيت عنهم ، وبقي في بيت مال المسلمين مال ، فكتب إليه : أن « انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه » ، فكتب إليه : إني قد زوجت كل من وجدت ، وقد بقي في بيت مال المسلمين مال ، فكتب إليه بعد مخرج هذا : أن « انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه ، فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين »

৭৪. আল-কুরআন, ৫১:১৯

৭৫. আল-কুরআন, ২:৩

৭৬. আল-কুরআন, ৭৩:২০

এছাড়াও সম্পদ ব্যয় সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ – لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

আর যাদের (মুসলমানদের) সম্পদে নির্ধারিত 'হক' রয়েছে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের।[৭৭]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾

এবং নেকী হল আল্লাহর ভালবাসায় নিজের প্রিয় সম্পদ নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, অভাবী, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থীদেরকে এবং দাসমুক্তির জন্য খরচ করা, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা।[৭৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

সালাত শেষে তোমরা আল্লাহর জমিনে রিযিকের সন্ধানে বের হয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করবে ও আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[৭৯]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾

মানুষ তাই পায় যার জন্য সে শ্রম সাধনা করে।[৮০]

সুতরাং পবিত্র কুর'আনের উক্ত আয়াতসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট যে, প্রতিটি মানুষেরই যাকাত, দান সাদকাহ এর মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের অধিকার রয়েছে, আর মানব জাতির অর্ধাংশ নারীরাও এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামে নারীর অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা

পুরুষের মত নারীও মানুষ এবং পুরুষের মত নারীরও স্বাভাবিক প্রয়োজন রয়েছে। তাই অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে যেমন স্বতন্ত্র ক্ষমতা প্রদান করেছে তেমনি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র ক্ষমতা দান করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর উপার্জিত সম্পদের মালিকানা সম্পূর্ণ নারীর নিয়ন্ত্রণাধীন। ইসলাম নারীকে তার নিজ উপার্জিত ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ নিজস্ব প্রয়োজন পূরণে এবং দান সাদাকাহর জন্য ব্যয় করতে সম্পূর্ণ অধিকার দান করেছে। শুধু নিজ উপার্জিত সম্পদ নয়, স্বামীর সম্পদ থেকেও ব্যয় করার অধিকার নারীর রয়েছে। বিস্তারিত নিম্নে তুলে ধরা হলো:

---

৭৭. আল-কুরআন, ৭০:২৪

৭৮. আল-কুরআন, ২:১৭৭

৭৯. আল-কুরআন, ৬২:১০

৮০. আল-কুরআন, ৫৩:৩৯

নিজস্ব প্রয়োজন পূরণে ব্যয়

অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে যেমন স্বতন্ত্র অধিকার প্রদান করেছে তেমনি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র অধিকার দান করেছে। পুরুষের মত নারীও স্বাধীনভাবে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করতে পারে। এক্ষেত্রে স্বামী বা পিতা-মাতার সম্মতির প্রয়োজন হয় না। কারণ কেউ কারো কর্মের জন্য দায়বদ্ধ নয়। বরং নারী-পুরুষ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে নিজ কর্মের জন্য দায়ী থাকবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না।[৮১]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته

তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।[৮২]

তাই নারী তার উপার্জিত অর্থ শরীয়ত পরিপন্থী পথে ব্যয় থেকে বিরত থেকে নিজস্ব প্রয়োজন পূরণে ব্যয় করবে, দান সাদাকাহ করবে, আর এটাই শরীয়তের উত্তম নীতি।

দান সাদাকাহ

দান খয়রাত করা নারী-পুরুষ সকলেরই অধিকার। নিজের উপার্জিত অর্থ নারীরা দান সাদাকাহ করতে পারবে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করণার্থে ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাতে বৃষ্টি হয়, ফলে তার ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি না হয়, তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।[৮৩]

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি ইদ্দতের মধ্যে গাছ থেকে খেঁজুর কাটতে চাইলেন। কিন্তু একটি লোক তাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করলেন। তিনি রাসূল স.-এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন। রাসূল স. বললেন,

৮১. আল-কুরআন, ৬: ১৬৪

৮২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জুমু'আহ, পরিচ্ছেদ : আল-জুমু'আহ ফিল কুরা ওয়ার মুদুন, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৪৮৫৩

৮৩. আল-কুরআন, ২:২৬৫

اخر جى فجدى نخلك ان تصدقى منه او تفعلى خيرا

বের হয়ে বাগানে যাও, তোমার খেজুর গাছ কাট। এই টাকা দিয়ে তুমি হয়ত দান খয়রাত করতে পারবে অথবা অন্য কোন ভাল কাজ করতে পারবে।[৮৪]

আবদুল্লাহ ইব্নে মাসউদ রা.-এর স্ত্রী যয়নব রা. স্বহস্তে কাজ করে নিজের স্বামী ও তার নিয়ন্ত্রণে লালিত-পালিত ইয়াতীমদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতেন। এ সম্পর্কে তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ স. কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার স্বামী ও আমার তত্ত্বাবধানে পালিত ইয়াতীমের ভরণ-পোষণের জন্য যা দান করি তা কি সাদাকা হিসেবে আদায় হবে? উত্তরে রাসূল স. বললেন,

نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

হ্যাঁ, যয়নবের জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে, একটি হলো আত্মীয়তার হক আদায়ের সওয়াব এবং অপরটি হলো সাদাকার ছাওয়াব।[৮৫]

আসমা বিন্তে আবু বকর রা. তাঁর স্বামীর অজ্ঞাতসারে নিজের দাসীর বিক্রি করে দেন। আসমা রা. বলেন, আমি দাসীটি বিক্রয় করে ফেললাম। এমতাবস্থায় বিক্রয়মূল্য আমার কাছে থাকতেই যুবায়ের এসে বললেন, এগুলো আমাকে দান করে দাও। আমি তাকে বললাম, আমি তোমাকে এগুলো দান করে দিলাম।[৮৬]

ইব্ন আব্বাস রা. বলেছেন,

خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ

আমরা ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহার দিন রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বের হলাম। তিনি নামায আদায় করলেন এবং বক্তৃতা দান করলেন। অতঃপর মহিলাদের নিকট এসে তাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিলেন এবং তাদেরকে দান-খয়রাতের নির্দেশ প্রদান করলেন।[৮৭]

৮৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আত-তালাক, পরিচ্ছেদ : জাওয়াযু খুরুজিল মুতাদ্দাতিল বায়িন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৭৯৪

৮৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : আয-যাকাত আলায-যাওজ ওয়াল আইতাম ফিল হুজর, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৯৭

৮৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস-সালাম, পরিচ্ছেদ : যাওয়াযু ইরদাফিল মারআতিল আজনাবিয়্যা ইযা আ'ইয়াত ফিত তরীক, খ. ৭, পৃ. ১২, হাদীস নং-৫৮২২

....فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي. فَقَالَ هَبِيهَا لِي. قَالَتْ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا.

৮৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈদায়ন, পরিচ্ছেদ : খুরুজুস সিবইয়ান ইলাল মুসল্লা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৯৩২

সুতরাং উক্ত হাদীসসমূহ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম পুরুষের মতই নারীকেও দান-সাদাকাহ করার অনুমতি ও তাগিদ দান করেছে।

স্বামীর সম্পদ থেকে ব্যয়

ইসলাম নারীকে ধন-সম্পদ আয় করা, ব্যয় করা, ব্যবহার করা এবং দান-খয়রাত করার অনুমতি দান করেছে। প্রয়োজনে স্ত্রীকে স্বামীর সম্পত্তি থেকে অর্থ ব্যয় করার অধিকারও ইসলাম দিয়েছে। এক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে ইসলামে স্বামীর সম্পদ থেকে ব্যয় করার ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য অনুমতি গ্রহণ করে নেওয়া উত্তম পন্থা। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল স. বলেছেন,

إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ

স্ত্রী যদি তার স্বামীর ঘর থেকে ফাসাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত ব্যয় করে, তাহলে খরচ করার জন্য সে ছাওয়াব পাবে আর উপার্জন করার জন্য তার স্বামী ছাওয়াব পাবে।[৮৮]

আবু হুরায়রা রা. বলেছেন,

إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ

স্ত্রী যদি স্বামীর রোজগার করা সম্পদ থেকে তার আদেশ ছাড়াই কিছু ব্যয় করে, তবে স্বামী অর্ধেক সওয়াব পাবে।[৮৯]

অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ স. কে বললেন,

يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

হে আল্লাহর নবী! আমরা তো আমাদের পিতা, পুত্র ও স্বামীদের উপর বোঝা স্বরূপ। এ অবস্থায় তাদের ধন-সম্পদ হতে খরচ করার কোন অধিকার আমাদের আছে কি? এর জবাবে রাসূল স. বললেন, হ্যাঁ,

الرطب تاكلنه وتهدينه

তোমরা যাবতীয় তাজা খাদ্য খাবে এবং অপরকে হাদিয়া দিবে।"[৯০]

রাসূল স.-এর সময়ে নারীরা স্বামীর সম্পদ থেকে উপহার দান করতেন। উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহান রা. যায়নাব বিনতু জাহাশের বিয়ের দিনে স্বনামে রাসুল স. কে উপহার দিয়েছেন, স্বামীর নামে নয়।

৮৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : আজরুল খাদিমি ইযা তাসদ্দাকা বি-আমরি সাহিবিহী গাইরা মুফসিদিন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৭০

৮৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নাফাকাত, পরিচ্ছেদ : নাফাকাতুর মারআতি ইযা গাবা 'আনহা যাওজুহা ও নাফাকাতিল অলাদি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫০৪৫

৯০. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ ; আল-মারআতু তাতাসদ্দাকা মিন বায়তি যাওজিহা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৬৮৮। হাদীসটির সনদ যঈফ; আল-আলবানী, *যঈফ আবূ দাউদ*, হাদীস নং-৩০১

উম্মু সুলাইম বলেন,

يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْ بَعَثَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّى وَهْىَ تُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ

হে আনাস! এগুলো রাসুলুল্লাহ স.-এর খিদমতে নিয়ে যাও এবং তাঁকে বল, আমার মা এগুলো আপনার কাছে পাঠিয়েছেন এবং আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তুমি আরো বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! এটা আমাদের পক্ষ হতে আপনার জন্য নগণ্য উপহার।[৯১]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। হিন্দা বিনতে উৎবাহ রা. বলেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

হে আল্লাহর রসূল! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। আমার এবং সন্তান সন্ততির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ সে আমাকে দেয় না বলে আমি তার অগোচরে যা প্রয়োজন ততটুকু নেই। তারপর রাসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমার ও সন্তানদের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিতে পার।[৯২]

উক্ত হাদীসসমূহ থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পিতা, পুত্র এবং স্বামীর ধন-সম্পদ থেকে তাদের অনুমতি ছাড়াই পানাহার করা এবং অপরকে হাদিয়া দেওয়া, দান-খয়রাত করার জন্য অর্থ ব্যয় করার পরিপূর্ণ অধিকার নারীর রয়েছে। তবে অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনে ব্যয় করাকে ইসলাম কখনই সমর্থন করে না, আর স্বামীর সম্পদ থেকে ব্যয় করার ক্ষেত্রে অনুমতি গ্রহণ করা উত্তম।

স্বামীর ধন-সম্পদ হতে স্ত্রী কর্তৃক দান-সাদকা জায়েয কিনা এবং স্ত্রীর নিজস্ব ধন-সম্পদ স্বাধীনভাবে বা স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যয় বা ব্যবহার করতে পারবে কিনা - এ নিয়ে বিভিন্ন মনীষীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।[৯৩]

৯১. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : যাওয়াজু যায়নাব বিনতি জাহশ..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৫৮০

৯২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নাফাকাত, পরিচ্ছেদ : ইযা লাম ইউনফিকুর রজুলু.., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫০৪৯।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِى سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِى مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِى وَيَكْفِى بَنِىَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَىَّ فِى ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « خُذِى مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِى بَنِيكِ ».

৯৩. কোন কোন মনীষীর মতে, স্বামীর ধন-সম্পদে যখন স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃত, তখন তা থেকে দান-সাদকা করাও স্ত্রীর জন্য জায়েয । তাদের মতের স্বপক্ষে দলিল হলো- আবু হুরায়রা রা.

তবে অধিকাংশ ফিক্‌হবিদ ও মনীষীর মত এই যে, স্ত্রী যদি বুদ্ধিহীনা ও বোকা না হয়, তাহলে স্বামীর কোন প্রকার অনুমতি ছাড়া সে তার নিজস্ব সম্পদ থেকে ব্যয় করতে পারবে। আর যদি সে বুদ্ধিহীন হয় সেক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন। তাদের যুক্তি হল, রাসূল স.-এর আহ্বানক্রমে মহিলা সাহাবীগণ নিজ নিজ অলংকার জিহাদের জন্য দান করেছিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। এ থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, যেখানে স্বামীর অনুমতি এমনকি তার উপস্থিতি ছাড়াই স্বামীর ধন-সম্পদ থেকে দান-সাদাকা করা স্ত্রীর পক্ষে জায়েয, সেক্ষেত্রে স্ত্রীর নিজস্ব ধন-সম্পদ ব্যয় করতে স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নেই।[৯৪]

এ ছাড়া ঈদের ময়দানে রাসূল স.-এর আহ্বানে উপস্থিত নারীরা নিজেদের অলংকারাদি যাকাত বা জিহাদের জন্য দান করেছিলেন। এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

বলেছেন, "স্ত্রী যদি স্বামীর রোজগার করা সম্পদ থেকে তার আদেশ ছাড়াই কিছু ব্যয় করে, তবে স্বামী অর্ধেক সওয়াব পাবে।"- ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯৬০

আবার অনেকের মতে, স্ত্রীর জন্য স্বামীর ধন-সম্পদ বিনা অনুমতিতে দান করার ক্ষেত্রে দানের পরিমাণ সামান্য হলে কোন দোষ নেই। আবার কেউ কেউ বলেন, স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করা প্রয়োজন, তবে সে অনুমতি সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্ট হলেও ক্ষতি নেই। তবে কোন অন্যায় কাজে অথবা স্বামীর ধন বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। আবার কতিপয় মনীষীর মতে, স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্ত্রীর জন্য তার নিজস্ব সম্পত্তি ব্যয় বা ব্যবহার বৈধ নয়। আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অনুমতি ছাড়া দান-সাদাকা করা বা উপহার উপঢৌকন দেয়া জায়েয নয়। ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*।

একই মত পোষণ করে অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "স্ত্রীর দাম্পত্য সত্তার মালিক যখন স্বামী, তখন তার অনুমতি ছাড়া নিজের ধন সম্পদ ব্যয় বণ্টন করা স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়।"-ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ*, মিসর : মুয়াসসাহ কুরতবা, তা.বি. খ. ২, পৃ. ২২১

উক্ত হাদীস থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্বামীর ধন-সম্পদ তো নয়ই বরং স্ত্রীর নিজের ধন-সম্পদ হতেও দান সাদকাহ, উপহার উপঢৌকন দেয়া বৈধ নয়। কিন্তু ফকীহগণ এ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাউস ও ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, "স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী তার ধন-সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে দান-সাদকাহ করতে পারে তার বেশী নয়।" আর ইমাম আবু লাইস সমরকান্দী (রহ.) বলেন, "স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর কোন ধন-সম্পদই দান-সাদকা করা বৈধ নয়, তা এক তৃতীয়াংশ হোক বা তার কম বা বেশী হোক। তবে খুব সামান্য হলে তা ধর্তব্য নয়।" তবে অধিকাংশ ফিকাহবিদ ও মনীষীর মত এই যে, স্ত্রী (বুদ্ধিহীনা ও বোকা ব্যতীত) স্বামীর কোন প্রকার অনুমতি ছাড়া তার নিজস্ব সম্পদ ও স্বামীর সম্পদ থেকে ব্যয় করতে পারবে। তাদের যুক্তি হল, রাসুল স. এর আহ্বানক্রমে মহিলা সাহাবীগণ নিজ নিজ অলংকার জিহাদের জন্য দান করেছিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। - মুহাম্মদ ইব্‌নে আলী আশ্-শাওকানী, *নাইলুল আওতার*, কায়রো : দারুল ফিকর খ. ৬, পৃ. ১২৫

৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌নে আলী আশ-শাওকানী, *নাইলুল আওতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَبِلاَلٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّىْءَ.

নবী স. নারীদের কে তাদের করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দিলেন, তাদের উপদেশ দিলেন এবং সাদাকা দিতে আদেশ করলেন। এ সময় বিলাল রা. কাপড় ধরলেন আর মহিলারা তার আংটি, কানের বালা ইত্যাদি ফেলতে লাগলেন।[৯৫]

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীরা তাদের নিজেদের ধন-সম্পদ স্বামীর অনুমতি ছাড়াই দান-সাদাকা করতে পারে।[৯৬]

সুতরাং উক্ত হাদীস ও ফিকাহবিদদের মতামত থেকেও প্রমাণিত যে, নারীরা তাদের নিজস্ব ধন-সম্পদ এবং স্বামীর ধন-সম্পদ স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে দান-সাদকাহ ও নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে।

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রমাণ

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম পর্যালোচনা করলে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্ম ও সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী সবচেয়ে বেশী অধিকার বঞ্চিত হয়েছে। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকারের এক করুণ অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে প্রধানত দুইটি পদ্ধতি চালু রয়েছে। যথা:

১. দায়ভাগ পদ্ধতি[৯৭]
২. মিতাক্ষরা পদ্ধতি।[৯৮]

১. দায়ভাগ পদ্ধতি : দায়ভাগ আইন অনুযায়ী তিন শ্রেণীর লোক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। যথা: সপিন্ড, সাকুল্য, সমানোদক।

---

৯৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : সলাতুল ঈদায়ন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০৮২

৯৬. ইমাম নববী, *শারহু মুসলিম*, দেওবন্দ : শিরকাত মুখতার, তা. বি., খ. ৬, পৃ. ১৭৩

৯৭. এ আইন জীমুতবাহন কর্তৃক রচিত। এটি হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের একটি আইন। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মনিপুর প্রদেশের অধিকাংশ হিন্দু সমাজের মধ্যে দায়ভাগ আইন প্রচলিত। এ আইনে উত্তরাধিকার হবার জন্য পিন্ডদান শর্ত। হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধান মতে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে এই শর্তে উত্তরাধিকার লাভ করবে যে, সে মৃতের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে তার আত্মিক কল্যাণ কামনা করবে এবং মৃত ব্যক্তির শাস্ত্রে যারা শাস্ত্র মতে পিন্ড দানের অধিকারী তারাই কেবল ঐ ব্যক্তির সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে।

৯৮. মিতাক্ষরা পদ্ধতি হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের প্রধান দুইটি আইনের একটি। মিতাক্ষরা পদ্ধতি স্মৃতিকার ঋষি, যাজ্ঞবল্কের স্মৃতি শাস্ত্রের প্রচলিত নিবন্ধ। এ পদ্ধতি একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিজ্ঞানেশ্বর কর্তৃক রচিত। এ আইন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গ ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত।

সপিন্ডগণের তালিকা: ক) পুত্র এবং তার অধ:স্তন তিন পুরুষ। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র। কন্যার তরফ থেকে অধ:স্তন তিন পুরুষ। কন্যার পুত্র, পুত্রের কন্যার পুত্র, পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র। খ) পিতার তরফ থেকে উর্ধ্বতন তিন পুরুষ। যথা পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতার তরফের তিন পুরষ। যথা: মাতার পিতা, মাতার পিতার পিতা, মাতার পিতার পিতার পিতা। গ) ভ্রাতা এবং ভ্রাতার অধঃস্তন পুরুষ এবং খুড়া ও তার অধঃস্তন পুরুষ। ঘ) মহিলা। যথা: বিধবা স্ত্রী, কন্যা, মাতা, পিতার মাতা এবং পিতার পিতার মাতা।[৯৯]

২. **মিতাক্ষরা পদ্ধতি :** মিতাক্ষরা পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রক্তের নিকটতম সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়। এ আইনে তিন শ্রেণীর উত্তরাধিকারী রয়েছে। যথা: (ক) গোত্রজ সপিন্ড, (খ) সমানোদক ও (গ) বন্ধু।

গোত্রজ সপিন্ডের উত্তরাধিকারীগণের সংখ্যা মোট ৫৭। গোত্রজ সপিন্ডের কেউ জীবিত থাকলে সমানোদক ও বন্ধুগণ উত্তরাধিকারী হবে না। গোত্রজ সপিন্ডের তালিকা নিম্নরূপ:

ক) পুরুষের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ছয়টি অধস্তন পুরুষ - ০৬ জন।
খ) পুরুষের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ছয়টি উর্ধ্বতন পুরুষ - ০৬ জন।
গ) উপরোক্ত ৬টি উর্ধ্বতন পুরুষের পত্নীগণ - ০৬ জন।
ঘ) উপরোক্ত ৬টি উর্ধ্বতন পুরুষের প্রত্যেকের পুরুষ বংশ ধারায় ৬টি অধস্তন পুরুষ - ৩৬ জন।
ঙ) বিধবা, কন্যা ও কন্যার পুত্র - ০৩ জন।

মোট: ৫৭ জন।[১০০]

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে কন্যা সন্তান সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারী হতে পারে না, মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ উভয় আইনেই মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, মৃতের বিধবা স্ত্রী এবং পৌত্রের বিধবা স্ত্রী জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়। উপরোক্ত ৬ জনের কেউ জীবিত না থাকলে কন্যা উত্তরাধিকারী হবে। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কন্যা যে অংশ পায় তা কেবল জীবন স্বত্বে লাভ করে। অর্থাৎ কন্যা যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন কেবল মাত্র ভোগ দখল করবে। উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্য অংশ কন্যা নিজের ইচ্ছামত ভোগ, ব্যবহার, দান, বিক্রয়, উইল কিংবা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং নিকটাত্মীয়দের নিকট ফিরিয়ে দিতে

[৯৯]. মাওলানা ফজলুর রাহমান আশরাফী, *ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয*, ঢাকা : আর. আই এস, পাবলিকেশন্স, নভেম্বর ১৯৯৫, খ্রি:, পৃ. ১১৫-১১৬

[১০০]. মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

হবে। কন্যা বা স্ত্রী যদি অসতী হয় তাহলে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে। কন্যা অন্ধ, বোবা, বধির, কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হলে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে। হিন্দু আইনে সকল কন্যার সমান অধিকার নেই। বন্ধ্যা কিংবা যে কন্যা কেবল মাত্র কন্যা সন্তানের মা হয়েছে সে মৃত পিতার সম্পত্তিতে কোন অংশ পাবে না। হিন্দু আইনে কুমারী কন্যার দাবী অগ্রগণ্য। অতঃপর পুত্রবতী বা পুত্রসম্ভবা কন্যার দাবি। হিন্দু আইনে কন্যা জীবিত থাকলে মাতা উত্তরাধিকারী হয় না।[১০১] এবং বিধবা স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি হতে যে অংশ পায় তা কেবলমাত্র জীবনস্বত্বে লাভ করে থাকে।[১০২]

ইহুদী ধর্ম ও সমাজে নারীরা শুধু ব্রত পালন করার অধিকার থেকেই বঞ্চিত ছিল না, তাদের অর্থনৈতিক কোন মর্যাদাই ছিল না। তারা পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তিরূপেই পরিগণিত হত। ইহুদী আইন অনুসারে, পুরুষ উত্তরাধিকারী বা ভাই বর্তমান থাকলে নারী পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না। তবে পুত্র সন্তান না থাকলে কন্যা সম্পত্তির মালিক হতে পারত। আর জীবদ্দশায় পিতা কতৃক কোন সম্পত্তি প্রদত্ত হয়ে থাকলে তা নিয়েই কন্যাকে সন্তুষ্ট থাকতে হত। তবে পুত্র সন্তান একেবারেই না থাকলে কন্যা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেত, কিন্তু তখন তার উপর এই বিধিনিষেধ আরোপিত হত যে, সে নিজ গোত্র ছাড়া অন্য কোন গোত্রে বিয়ে করতে বা উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবেনা।[১০৩] আর স্ত্রী কোন অবস্থাতেই সম্পদের মালিক হতে পারত না। কারণ বিবাহিতা স্ত্রীর সম্পত্তির মালিক হত তার স্বামী।[১০৪]

[১০১]. ১৯৩৭ সালে বিধবা স্ত্রীর অধীকার সংক্রান্ত আইন পাস হবার পর (১৮ নং আইন) বর্তমানে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুত্র, পৌত্র প্র পৌত্রের সাথে বিধবা স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হতে পারে। এর আগে বিধবা স্ত্রীর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। এ আইনটি ১৪/০৪/১৯৩৭ ইং থেকে বলবৎ হয়েছে। কিন্তু কৃষিজমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বিয়ে করে তাহলে সে পুর্বের মৃত স্বামীর সম্পত্তি হতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবে। এবং ধরে নেয়া হবে যে, সেই হিন্দু মহিলা তার মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রী হিসেবে আর বেঁচে নেই বরং তার মৃত্যু হয়েছে।

[১০২]. ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

[১০৩]. ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮, পৃ. ১৪; আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৪, পৃ. ৭; সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ, *নারী নির্যাতনের রকমফের*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:, মার্চ ২০০১ খ্রী:, পৃ. ৩১

[১০৪]. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ, *নারী নির্যাতনের রকমফের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

খৃষ্টধর্ম[১০৫] নারীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথাযথ অধিকার প্রদান করেনি। প্রাচীন খৃষ্টধর্মে নারীকে অর্থনৈতিক অধিকার দেয়া তো দূরের কথা, সামাজিক কল্যাণকর জীব হিসেবে স্বীকৃতি দিত না। নারীর বেঁচে থাকার অধিকার ছিল না, তারা ছিল চরমভাবে নিপীড়িত, নিগৃহীত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত।

প্রাচীন খৃষ্টীয় সমাজে নারীকে শিশু, নির্বোধ ও বৃদ্ধ পাগল হিসেবে গণ্য করা হত। যে অক্ষম নিজের দায়িত্ব নিতে পারে না, যার নেই কোন বিবেচনা শক্তি। বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর সম্পদের সম্পূর্ণ মালিকানা লাভ করে। স্বামীর এই অধিকার শুধু বিবাহিত কালের নয়, বিবাহ বিচ্ছেদের পরও স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার থাকত।[১০৬] পরবর্তীতে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং বর্তমান সমাজে নারীরা অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করে, স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন ও ব্যয় করতে পারে। কিন্তু ইসলাম নারীকে যেরূপ অর্থনৈতিক অধিকার ও নিরাপত্তা দান করেছে তা এখনও খৃষ্টান সমাজে অনুপস্থিত।

রাসূল স.-এর আবির্ভাবের পূর্বে জাহিলী[১০৭] যুগে আরব সমাজের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। নারীদের বেঁচে থাকার অধিকার ছিল রা। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ . يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ﴾

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার চেহারা হয়ে যায় কাল ও মলিন। মনোকষ্টে তার হৃদয় হয়ে উঠে ভারাক্রান্ত। এই দুঃসংবাদের কারণে সে নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখে। আর মনে মনে ভাবতে থাকে অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করে তাকে (কন্যা সন্তান) জীবিত থাকতে দিবে, না মাটির নীচে পুতে ফেলবে? আহা! কত জঘন্য ও নিষ্ঠুর তাদের বিচার-বিবেচনা।[১০৮]

তৎকালীন সময়ে নারীদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার মত অর্থনৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। নারীদের কোন অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না বরং

[১০৫]. খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে সর্বসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য মত হল, আল্লাহ তায়ালা ইসরাইল জাতির হেদায়েতের জন্য এবং তাদের অবস্থার সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্য ঈসা (আ:) কে নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তার প্রতি আসমানী কিতাব 'ইঞ্জিল' অবতীর্ণ করেন।

[১০৬]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, *নারী নির্যাতনের রকমফের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮

[১০৭]. জাহেলিয়া শব্দের অর্থ অজ্ঞতা।

[১০৮]. আল কুর'আন, ১৬:৫৮-৫৯

ক্ষেত্রবিশেষে নারী অর্থ উপার্জনের মাধ্যম ছিল। স্বামীরা কখনো কখনো জোরপূর্বক স্ত্রীদেরকে অন্য পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করত এবং এর মাধ্যমে স্বামীরা প্রচুর সম্পদ উপার্জন করত।[১০৯] বিধবার সম্পত্তি করায়ত্ত করার জন্য তাকে পুনরায় বিবাহ করা থেকে বিরত রাখা হত। নারীরা পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী এবং অন্যান্য আত্মীয়ের সম্পদের উত্তরাধিকার হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। নারীরা যদি কখনো কোন সম্পদ উপার্জন করত তাহলে তার মালিক হতো তার পিতা, ভাই বা স্বামী। পরবর্তীতে ইসলাম উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর অংশ নির্দিষ্ট করে দিলে আরবরা অত্যন্ত বিস্মিত হলো। তারা নবী স. এর কাছে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! নারী কি অর্ধেকের হকদার? অথচ সে না জানে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ, আর না পারে আত্মরক্ষা করতে।[১১০]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, পারিবারিক জীবনের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ দুটি কাজের একটি হলো পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন পূরণ, আর অপরটি হলো মানব বংশধারার সঠিক পরিচর্যা বা দেখাশুনা করা। ইসলাম প্রথম কাজটি পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে আর দ্বিতীয় কাজটি নারীর জন্য নির্দিষ্ট করেছে। ইসলামে পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পিত বলেই সম্পদে নারীর চেয়ে পুরুষের অধিকার বেশী। অপরদিকে সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে নারীর অবদান বেশী বলেই কুর'আন-হাদীসে নারীকে পুরুষের তুলনায় অধিক সন্তানের খেদমত পাওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-বিধান। যেখানে যার যতটুকু অধিকার ও ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন ইসলাম তাকে ততটুকুই দান করেছে।

কিন্তু বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কুর'আন ও হাদীসের বাণীগুলো যে প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে তা সঠিকভাবে অনুধাবন না করে নিজেদের স্বতন্ত্র অধিকার, মর্যাদা সংরক্ষণ এবং সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রত্যাশা নারী ও পুরুষকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সেজন্যেই জীবিকা অন্বেষণের

[১০৯]. মাওলানা মো: ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত, ১৯৯৫, পৃ. ১১

[১১০]. হাফিয ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, পেশওয়ার : মাকতাবাতু আলামিল ইসলামিয়া, খ. ১, পৃ. ৪৫৮

কঠিন দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পিত হয়েছে এবং নারীর কোমল স্বভাবের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নারীকে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ইসলাম নারীকে সম্পদ উপার্জন, পরিত্যক্ত সম্পদে অধিকার ও সম্পদ ব্যয় করার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অধিকার দিয়েছে এবং পারিবারিক অর্থনৈতিক ব্যয়ভার বহনের গুরু দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে। এ দ্বারা সার্বজনীনভাবে অনুধাবনীয় যে বিষয়টি তা হলো, একজনকে (পুরুষকে) সম্পদে দ্বিগুণ অংশ দান করে পরিবারের ভরণ-পোষণ প্রদানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হচ্ছে, আর একজনকে (নারীকে) অর্ধেক অংশ দিয়ে তার উপর ভরণ-পোষণের কোন দায়িত্বই অর্পণ করা হচ্ছে না। এর ফলে প্রকৃতপক্ষে নারীই আর্থিকভাবে অধিক ক্ষমতাশালী হচ্ছে বা লাভবান হচ্ছে।

ইসলাম সাম্য, স্বাধীনতা, মানবীয় মর্যাদার বিষয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেনি। মানবীয় দৃষ্টিতে যতটুকু পার্থক্য বা ভেদাভেদ বোধগম্য হয় তাও নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই বৃহৎ কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। নারীকে একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে স্বীকার করা ছাড়াও তাকে মানব জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকার জন্য সমানভাবে অপরিহার্য বলে মনে করে ইসলাম নারীকে স্বাধীনভাবে সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়, মোহর, পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, অভিভাবকের নিকট থেকে ভরণপোষণ প্রাপ্তি এবং রাষ্ট্রের নিকট থেকে ভরণ-পোষণ প্রাপ্তির অধিকার প্রদান করেছে। অধিকার প্রদানের পাশাপাশি পারিবারিক কর্মকাণ্ডে নিজের উপার্জিত অর্থ ব্যয়ের সকল দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে। তবে নারী যদি স্বেচ্ছায় তার উপার্জিত অর্থ পরিবারের কল্যাণে ব্যয় করতে চাই সেক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্ত পারিবারিক কর্মকাণ্ডে অর্থ ব্যয় করতে কেউ তাকে বাধ্য করবে এটা ইসলামসম্মত নয়। সুতরাং এটা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ইসলাম নারীকে অর্থনীতির সকল শাখায় বিচরণের অধিকার প্রদান করে অর্থনৈতিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নকে যেমন সুনিশ্চিত করেছে তেমনি নারীর সম্মান ও মর্যাদাকে সংরক্ষিত করেছে।